A BRIEF SURVEY OF THE ENGLISH CONSTITUTION,

IN THREE PARTS.

BY

RAJKUMAR SARBADHIKARI.

AND

Revised by

BABOO RAMAPRASAD ROY,

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ভাগ।

শ্রীরাজকুমার সর্ব্বাধিকারি প্রণীত।

শ্রীযুত বাবু রমাপ্রসাদ রায় সংশোধিত।

Calcutta:

THE PRESIDENCY PRESS.

1862.

Appointed by the Senate

OF THE

CALCUTTA UNIVERSITY

FOR

THE EXAMINATIONS

OF

1863.

Part I. For Entrance.
Part II. For First Examination in Arts.
Part III. For B. A. Examination.

উয়িলিয়ম্‌, এস্‌, সিটন্‌ কার সাহেব

মহোদয় সমীপেষু

সাদরসম্ভাষণম্‌

রাজপুরুষগণের মধ্যে আপনি বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গদেশবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে, আপনি একান্ত যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব আপনার উদ্দেশেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি উৎসর্গীকৃত হইল। ভারতবর্ষবাসীদিগের জগদীশ্বরের নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা এই, যেন আপনার মত সকল রাজপুরুষেরাই এ দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, ভারতভূমির মঙ্গল বিধানে সঙ্কল্প করেন।

প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজি পর্য্যন্ত এদেশস্থ অনেকেই ইংলণ্ডের বল, বীর্য্য, সাহস, পরাক্রম, সমৃদ্ধি, মাহাত্ম্য ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে কিছু মাত্র জানেন না; অধিক কি ইংরেজেরা কোন্‌ স্থান হইতে আসিয়াছেন, ইহাও অনেকে বিদিত নহেন। এই সকল অবগত না থাকায় মধ্যে মধ্যে নানা অনর্থ ঘটিয়া

থাকে। এই সকল বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ না জানিয়াই বিদ্রোহীদিগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, ভারতবর্ষস্থ ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দিলেই তাহারা কৃতকার্য্য হইবে। তাহাদের এই রূপ ভ্রম না থাকিলে কত শত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা ছিল।

আমাদের দেশের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবার নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রচারিত হইবে।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী আমার পরামর্শানুসারে এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে গ্রন্থ খানি সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রচারিত হইলে, এবং ইহাতে সাধারণের উপকার দর্শিলে, আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হয়।

কলিকাতা,
২০শে জুন, ১৮৬১। } শ্রীরমাপ্রসাদ রায়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১২	পীড়িত।	পীড়িত
৭৯	১	ইহার	ইহারা
৮৪	৪	‘বিধান	‘বিধান’
৯৮	১৭	কুইন্স্ বেঞ্চ্ নামক	কুইন্স্ বেঞ্চ্ ও কমন্ প্লিস্ নামক
১০২	৫	অপরাধে	অপরাধ
১৩৪	১২	জননী; কজন	জনক, জননী ;
১৪০	১	স্বত্বঘাতকের	স্বত্বঘাতে
১৪৪	১৩	সেই সমুদায়ের	সেই সমুদায় স্বত্ব বিষয়ক অপকারের
১৪৬	১৬	প্রকাশ	প্রচার
১৪৬	১৭	হানি হয়, ও	হানি হয়, অথবা হানি হইবার, কিংবা

১৪৭ । ১৫	করিলে কর,	করিলে, এবং খর তাহাতে বাস্তবিক কোন হানি না হইলে,
১৫৮ । ১৩	তাহাতে	তাহাকে
১৫৯ । ১৪	নিহ্ববাপহার	নিহ্নবাপহার
১৬৪ । ১২	কমন্ প্লিস্	কুইন্স্ বেঞ্চ্
১৭৪ । ৭	সেই খানে	সুতানটী রক্ষিত করিবার নিমিত্ত
১৭৪ । ১১	কলিকাতার	সেন্ট্ পিটর্সবর্গ ভিন্ন কলিকাতার
১৯৫ । ৫	বরুক	করুক

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

শিষ্য।—আর্য্য! দুর্জ্জয় ইংরেজ জাতি ক্রমে ক্রমে সমুদায় পৃথিবী জয় করিতেছে। শুনিয়াছি, পৃথিবীর এমন স্থানই নাই যেখানে ইংরেজদের নাম কর্ণগোচর হয় না। পৃথিবীস্থ সকল জাতিই ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। ইহাদের প্রতাপ ভারতবর্ষের সকল স্থানেই ব্যাপিয়াছে। আপনিই আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন, যে পৃথিবীর আদি অবধি আজি পর্য্যন্ত অনেক জাতিই আপনাদের দেশকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কেহই ইংরেজদের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। ইহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? কিরূপে ইহাদের এত সমৃদ্ধি হইল

ইহাদের স্বদেশের শাসন-প্রণালী কিরূপ? এই সকল কথা বিশেষ করিয়া জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার মানস পূর্ণ করুন।

গুরু।—ইংরেজদের দেশের বিবরণ ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয় জানিতে তুমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছ। কত শতবার তুমি আমার নিকটে তোমার কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু নানা কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমার কৌতুক নিবৃত্তি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে তাহা নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই রূপ তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আমার নিকট হইতে যাহা কিছু শুনিবে, তাহাতে তোমার কৌতুক শান্ত হইবে না, বরং অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, তোমার কি কি জানিতে ইচ্ছা হয়, এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা কর।

শিষ্য।—ইংরেজারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহা প্রথমে বলুন।

গুরু।—তোমার বিদিত আছে, পৃথিবীর স্থলভাগ পাঁচ মহাখণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে ইউরোপ এক মহাখণ্ড। তুমি ইহাও জান যে ঐ মহাখণ্ড ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে উত্তর পশ্চিমদিকে স্থিত; এবং তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

ডেন্মার্ক, যাহাকে এদেশে ডিনামারের দেশ বলে।

বেল্‌জিয়ম্।

হলণ্ড, যাহাকে এদেশে ওলন্দাজের দেশ বলে।

প্রশিয়া।

স্পেন্ ও পোর্টুগেল।

ফ্রান্স, যাহাকে এদেশে ফরাসীসদের দেশ কহে।

সুইট্‌সর্লণ্ড, এখানে অনেক পর্ব্বত; ইহাকে পর্ব্বতের দেশ বলিলেই হয়।

জর্ম্মনি, যাহাকে সামান্যত জর্ম্মনদেশ বলে।

অষ্ট্রিয়া।

রুসিয়া।

ইটেলী, এদেশেই রুম নগর।

তুরুস্ক।

গ্রীস।

ইহাদের মধ্যে রুসিয়া, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং প্রশিয়া এই চারিটী সকলের প্রধান। ইউরোপের পরিমাণফল ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ কোটি। ইহার মধ্যে রুসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড়; রুসিয়া ইউরোপের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য।—কই, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের নাম করিলেন না?

গুরু।—যদিও ইংলণ্ড ইউরোপের দেশ বলিয়া পরিগণিত, তথাপি ইউরোপের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, এ কথা বলিলে বলা যায়। এক সমুদ্র শাখা তাহাকে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের গর্ব্ভে ব্রিটিস্ দ্বীপপুঞ্জ নামে কতকগুলি দ্বীপ আছে। সেই সমুদায় দ্বীপ এক রাজার অধিকারভুক্ত। সেই রাজার

রাজ্যকে গ্রেট্‌ব্রিটন্‌ ও আয়র্লণ্ডের সংযুক্ত রাজ্য, অথবা সংক্ষেপে ব্রিটিস সাম্রাজ্য কহে, এ রাজ্যকেই আমাদের দেশের লোকেরা সচরাচর 'বিলাত' বলিয়া থাকে।

একটী সমুদ্র শাখা আয়র্লণ্ডকে ব্রিটন দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ব্রিটন দ্বীপটী পূর্ব্বোক্ত সমুদায় দ্বীপ অপেক্ষা বৃহৎ। ব্রিটন তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স। ইহার মধ্যে স্কট্‌লণ্ড সর্ব্বোত্তর। স্কটলণ্ডের সকল স্থানের ভূমি এক রূপ নহে, তাহাদের আকারের অনেক ভেদ আছে। এই নিমিত্ত স্কট্‌লণ্ড দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, উন্নত ও নিম্ন অঞ্চল। মধ্য ভাগ, পশ্চিম ভাগ, এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগকে উন্নত অঞ্চল কহে। উন্নত অঞ্চলের ভূমি অতিশয় বন্ধুর এবং পর্ব্বতময়। বঙ্গদেশের লোক এবং রজপূত প্রভৃতি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ লোক, ইহাদের যেরূপ প্রভেদ, স্কট্‌লণ্ডের উন্নত অঞ্চলের লোক এবং নিম্ন অঞ্চলের লোক, তাহাদেরও সেই রূপ প্রভেদ। কলিকাতায় স্কট্‌লণ্ড দেশীয় যে সকল সৈন্য দেখিয়াছ

যাহাকে সামান্য ভাষায় লেংটা পল্টন বলে তাহারা এই অঞ্চলের লোক। স্কট্‌লণ্ডে অসংখ্য হ্রদ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি দেখিতে অতি রমণীয়। স্কট্‌লণ্ডের ভূমি অধিক উর্ব্বর নয়। কিন্তু সেখানকার কৃষকেরা কৃষি কর্ম্মে অতিশয় নিপুণ। পরন্তু ভূমি অধিক উর্ব্বরা নয় বলিয়া তাহাদের সেই নৈপুণ্যে অধিক ফল দেখে না। স্কটলণ্ডে ইংলণ্ড অপেক্ষা শীত অধিক। ইংরেজেরা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে নিপুণ, স্কটেরা ইংলণ্ডবাসীদের অপেক্ষা কিছুই কম নয়। পূর্ব্ব-কালে ইংরেজদের ও স্কটদের অতিশয় বিরোধ ছিল, ইহাদের পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। সাপে ও নেউলে যেমন, স্কটে ও ইংরেজে সেই রূপ ভাব ছিল। উভয় পক্ষে কত শত রক্তময় সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের বড় সদ্ভাব। ষষ্ঠ জেম্‌সনামে স্কট্‌ল-ণ্ডের এক জন রাজা মাতৃকুল সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজ্য পাইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্রী মহারাণী য়্যান্ খ্রিষ্টের জন্মের ১৭০৭ বৎসর পরে ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড মিলিত করেন। সেই অবধি

এখানে আর স্বতন্ত্র রাজা নাই। কিন্তু রাজা স্বতন্ত্র নয় বলিয়া তুমি ইহা মনে করিয়া রাখিও না, যে ইংলণ্ডের ও স্কট্‌লণ্ডের আইন এক। স্কট্‌লণ্ডের অনেক আইন ইংণ্ডের আইন হইতে ভিন্ন। স্কট্‌লণ্ডের পূর্ব্ব রাজাদের রাজধানী এডিন্‌বরা নগরে ছিল।

স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণে ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের অধিবাসী দিগকেই ইংরেজ বলে, এবং ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্‌স। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও ওয়েল্‌স এই তিনের মধ্যে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বড়, স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ড অপেক্ষা ছোট, ওয়েল্‌স আবার স্কট্‌লণ্ড অপেক্ষা ছোট। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ড নামেই পরিচিত। তাহাদের পরস্পর অধিক প্রভেদ নাই। ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড অপূর্ব্ব স্থানে স্থাপিত। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র, মধ্যস্থলে ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড। ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরস্থ ভূমি, করাতের ধারের ন্যায় আঁকা বাঁকা বা দন্তুর। এই সকল স্থানে অসঙ্খ্য বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পরিমাণ ফল ৫৮,০০০ বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,৮০,০০,০০০।

ইংলণ্ডের অবস্থান দেখিয়া বিবেচনা করিলে হঠাৎ বোধ হয়, যে এখানে শীতাতপ অতিশয় প্রবল। কিন্তু চতুর্দ্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়া এখানে শীত, অথবা গ্রীষ্ম অধিক নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব।

ইংলণ্ডের নিম্নতল ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। আবাদ করিলে তাহাতে বিবিধ শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু গো মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু চরিবে বলিয়া ইংলণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে চাষ করা হয় না। গ্রেট্ ব্রিটন, ইংলণ্ড স্কট্লণ্ড ও ওয়েল্স এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত! সেই সমুদয় ক্ষুদ্রভাগকে এক এক কাউণ্টি বা শায়র কহে। যাহাকে এদেশে জিলা, পরগণা বা কিশমত বলিয়া থাকে, সায়র তাহারই প্রতিরূপ। ইংলণ্ড চল্লিশ, ওয়েল্স বার, এবং স্কট্লণ্ড তেত্রিশ শায়রে বিভক্ত।

শিষ্য।—ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড ও ওয়েল্স দেশের বিবরণ শুনিলাম। আয়র্লণ্ডের উল্লেখ মাত্র করি-

য়াছেন। কই আয়র্লণ্ডের কথা কিছু বলিলেন না?

গুরু।—তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সমুদ্র শাখা আয়র্লণ্ডকে গ্রেটব্রিটন হইতে বিভিন্ন করিতেছে। আয়র্লণ্ডের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এখানে অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে। কিন্তু এখানে কৃষিকর্ম্মের তাদৃশ শৃঙ্খলা নাই। ইংরেজদের আহার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ যে রূপ ইহাদেরও সেই রূপ।

পূর্ব্বে আয়র্লণ্ড এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু এখন পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। এখানকার রাজা ও ইংলণ্ডের রাজা দুই ভিন্ন নয়। আয়র্লণ্ডে লার্ড লেফ্‌টনেণ্ট নামে ইংলণ্ডেশ্বরীর একজন প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন।

আমাদের দেশে অন্ন যেরূপ প্রধান ভক্ষ্য দ্রব্য আয়র্লণ্ডে আলু সেই রূপ। আয়র্লণ্ড দেশের লোককে আইরিশ বলে। আইরিশেরা ভাত অথবা রুটি না খাইয়া আলু খায়।

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন্।

শিষ্য।—মহাশয় স্কট্‌লণ্ডের পূর্ব্ব রাজধানী এডিন্‌বরা, এবং আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন্ বলিলেন। ইংলণ্ডের রাজধানীর কথা বলেন নাই। ইংলণ্ডের রাজধানীর নাম কি?

গুরু।—লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী। যেমন কলিকাতা ভাগীরথীতীরে অবস্থিত, লণ্ডন সেই রূপ টেম্‌স নামক নদীর উভয় তীরে স্থাপিত। লণ্ডন প্রকাণ্ড সহর।

লণ্ডন দীর্ঘে প্রায় আট মাইল ও প্রস্থে ছয়। পরিমাণ ফল প্রায় ৩৫ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৪ হাজার ষ্ট্রীট্ বা বড় বড় রাজপথ আছে। ২৫ লক্ষ লোক লণ্ডনে বাস করে। লণ্ডন ভিন্ন ইংলণ্ডে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী প্রধান নগর আছে। লিবরপুল, ব্রিষ্টল, ম্যানচেষ্টর, বর্‌-মিঙ্‌হাম, লীড্‌স, প্লিমথ্, নরউইচ্, সেফিল্‌ড নটিঙহাম, ইয়র্ক, পোর্টস্মথ্। ইহার মধ্যে কোন নগরেই ৫০ হাজার অপেক্ষা কম লোকের বাস নাই।

ম্যান্‌চেষ্টরে সমুদয় তুলার কর্ম্ম হয়; লীড্‌সে পশমের কাজ হয়; বরমিংহামে লৌহাদি নির্ম্মিত

সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়; সেফিল্‌ডে ছুরী কাঁচী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; নটিংহামে জরি প্রভৃতির কাজ হয়; নরউইচে তুলা পশম আদি মিশ্রিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়; লিবরপুল এবং ব্রিষ্টল ইহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্দর। প্লিমথ্‌ ও পোর্টস্মথ এই দুই স্থানে প্রায় সমুদয় জাহাজ থাকে।

শিষ্য।—মহাশয় যাহা যাহা বলিলেন, আমি সমুদয় মনোযোগ করিয়া শুনিয়াছি, ওবিষয়ে আমার কৌতুক নিবৃত্তি হইয়াছে। এখন এই কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি প্রতি-দিন গঙ্গাতে অসংখ্য জাহাজ দেখিতে পাই। শুনিয়াছি ইহার মধ্যে অনেক বাণিজ্য জাহাজ। ইংরেজদের বাণিজ্য কি অতিশয় বিস্তৃত?

গুরু।—শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যে কেহই ইংরে-জদিগকে পরাভূত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর এমন স্থানই নাই, যেখানে ইংরেজ বণিক্‌দের গতিবিধি নাই। সমুদ্রের সর্ব্ব স্থানেই ইহা-দের বাণিজ্য জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের বহির্বাণিজ্য যেরূপ বহু বিস্তৃত, অন্তর্বাণিজ্যও সেই রূপ। বাণিজ্যে ইহাদের কিরূপ সমৃদ্ধি

হইয়াছে শুনিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। বৎসরে বৎসরে ইহাদের দেশে প্রায় ১৮৭ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানি, এবং ১২২ কোটি টাকার সামগ্রী রপ্তানি হয়। কমবেশ ৩৭,৮০০ বাণিজ্যপোত ইহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে এবং অন্যূন ২,৮৮,০০০ জন লোক জাহাজে নিযুক্ত আছে। কেবল বাণিজ্য হইতেই ইংরেজদের এত সমৃদ্ধি একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

শিষ্য।—মহাশয়, ইহাদের বাণিজ্যের কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইহারা যেরূপ বলশালী, সেইরূপ কর্ম্মদক্ষ। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে পৃথিবীর কোন জাতি কোন কালেই ইহাদের অপেক্ষা অধিক বাণিজ্য-প্রিয় হয় নাই, এবং বাণিজ্য হইতেই আপনাদের এরূপ ঐশ্বর্য্য করিয়া তুলে নাই। ভারতবর্ষবাসিদিগের তো কথাই নাই। আমাদিগের পিতামহেরা আমাদিগকে সমুদ্রযাত্রা-স্বীকার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি

না, ইহাতে তাঁহাদের কি অভিপ্রায় ছিল। ইং-রেজেরাই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই শ্লোক-খণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহ করিয়াছেন। হায়! কত কালে আমরা উহাদের মত বাণিজ্যপ্রিয় হইব, এবং সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণ হইয়া উহাদের মত আপনাদের দেশকে প্রধান বলিয়া গণ্য করিব।

আর্য্য! উহাদের কথা যত শুনিতেছি, ততই আমার কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। উহাদের দেশে বিদ্যাচর্চ্চা কি রূপ, জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়।

গুরু।—ভারতবর্ষে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয় এবং ইংলণ্ডে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয়, এই দুই তুলনা করিয়া দেখিলে শরীরে আর জ্ঞান থাকে না। ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোকেই বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই মূর্খ হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডে অধি-কাংশ লোক আপনাদের পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য সমধিক যত্ন পায়, আমাদের দেশে অনেকেই বিদ্যাকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন না, এবং সেই নিমিত্ত আপনাদের সন্তানগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য চেষ্টা পান না।

ইংলণ্ডের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু মাত্র সাহায্য না লইয়া অসঙ্খ্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে; আমাদের দেশে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা কিছু আছে সকলি প্রায় গবর্ণমেণ্টের। দূর কর, ওকথায় আর কাজ নাই, ওসব কথা মনে করিলে কেবল আপনার মনে আপনি কষ্ট দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডে কি ধনবান্ কি দরিদ্র, কি মধ্যাবস্থ, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষার উপায় আছে। দেশের লোকদিগকে বিদ্যা দান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যত চেষ্টা পান, দেশের লোকেরা তাহা অপেক্ষা অধিক যত্ন পায়। ইংলণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ। প্রতি পল্লীতেই এক একটী বিদ্যালয় আছে, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

ইংলণ্ডে বিদ্যালয় সমূহের এবং ছাত্রবর্গের সঙ্খ্যা শুনিলে তুমি একেবারে চকিত হইবে। শুদ্ধ ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অন্তর্গত কালেজ সকল বাদ দিলেও, ৭১,১০১ বিদ্যালয় দৃষ্টি গোচর হয়; এবং ন্যূনাধিক ১ কোটি ৮০

লক্ষ অধিবাসীর মধ্য হইতে ৪৬ লক্ষ ব্যক্তি ঐ সমস্ত পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করে। ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডে জগন্মান্য পাঁচটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের লোকেরাই তাঁহাদের গৌরব করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে বড় বড় পণ্ডিত আছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এমন শাখা প্রশাখাই নাই, যাহাতে ইংরেজ পণ্ডিতেরা হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা আপনাদের গ্রন্থাকারে যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিন তাহারাও থাকিবে।

শিষ্য।—আর্য্য! এখানে আপনাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই তিন লইয়া ব্রিটন সাম্রাজ্য। এই তিনের কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা আছে, না তিনেরই এক ভাষা? এই তিনেরই ভাষাকে কি ইংরেজী ভাষা বলে, না কেবল ইংলণ্ডের ভাষাকেই ইংরেজী কহে?

গুরু।—ইংলণ্ড দেশের ভাষাকেই ইংরেজী কহে; এবং ব্রিটন সাম্রাজ্যের সমুদয় পুস্তক ইংরেজী ভাষায় লিখিত। কিন্তু স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ওয়েল্‌সের অনেকেই সচরাচর যে ভাষায় কথাবর্ত্তা কহে, তাহা প্রচলিত ইংরেজী ভাষা নহে, তাহাদিগকে এক এক স্বতন্ত্র ভাষ বলিলে বলা যায়। যদিও সেই সব ভাষা ইংরাজী হইতে অধিক বিভিন্ন নয়, তথাপি এই তিন দেশবাসী কোন ব্যক্তি কথা কহিলে সে কোন্ দেশের লোক ইহা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট বুঝা যায়।

শিষ্য।—আর্য্য! যাহা যাহা আপনার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতিশয় আগ্রহ সহকারে সেই সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছি। এখন ইংরেজদের স্বদেশের শাসন-প্রণালী জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন!

গুরু।—ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী জানিতে গেলে, ইংলণ্ডের পূর্ব্বগত বৃত্তান্ত সকলও জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সেই সকল বলিতে

গেলে অনেক সময় লাগিবে, অতএব ইংলণ্ডের ইতিহাস ঘটিত দুই চারিটী সার কথা বলিয়া দিব।

প্রথমে সেল্‌ট নামে এক জাতি ইংলণ্ডে বাস করে। য়িশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী রুম দেশের প্রধান সেনাপতি যুলিয়স্ সিজর রুম দেশের সেনাগণ সমভি-ব্যাহারে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ড দেশবাসীরা অতিশয় অসভ্য ছিল। তখন ইহারা উলঙ্গ থাকিত; কেহ বা পশুচর্ম্ম পরিধান করিত, এবং সকলেই সর্ব্বদা আপনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিত। তখন ইহারা লাঠী বর্ষা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ইংলণ্ডে তখন পৌত্তলিকতা অতিশয় প্রবল ছিল। ইংলণ্ডের অনেক স্থান জয় করিয়া য়িশুখ্রীষ্ট জন্মের ৪৪৮ বৎসর পরে (বা সঙ্ক্ষেপে ৪৪৮ খ্রীঅব্দে) রুম দেশীয়েরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যায়। রুম দেশীয়েরা প্রস্থান করিলে পর, জর্ম্মন দেশের উত্তর হইতে স্যাক্‌সন নামে এক জাতি আসিয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ইংলণ্ড

জয় করিয়া সাতটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহাতে স্থাপন করিল। কালক্রমে স্যাক্সন অধিপতি এগ্‌বর্ট ৮২৮ খ্রীঅব্দে সেই সাতটী রাজ্যকে সংযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। স্যাক্সন রাজ্যের জরা উপস্থিত হইলে, দিনামারেরা ইংলণ্ডে আসিয়া অনেক সংগ্রাম জয় করিয়া বহুকষ্টে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিল। কিন্তু স্যাক্সনেরা দিনামারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পুনর্ব্বার আপনারা রাজত্ব করিতে লাগিল। ১০৬৬ খ্রী অব্দ পর্য্যন্ত স্যাক্সনদিগের রাজত্ব ছিল। ঐ বৎসর ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত নরমেণ্ডী দেশের অধিপতি, 'বিজেতা' উপাধিধারী উইলিয়ম্ হেষ্টিংস ক্ষেত্রের যুদ্ধে স্যাক্সনদিগকে পরাভূত করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হন। এবং কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এক্ষণে যে সব ইংরেজ দেখিতে পাও তাহাদের শরীরে পূর্ব্বকথিত স্যাক্সন, দিনামার, এবং নর্ম্মান্‌দিগের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বাস্তবিক এক্ষণকার ইংরেজ জাতি এবং রোমীয়দিগের

অধিকার সময়ের ইংরেজ জাতি এক নহে। এক্ষণকার ইংরেজ জাতি এক বিমিশ্র জাতি। স্যাক্‌সন, দিনামার এবং নরমানেরা মিশ্রিত হইয়া এই জাতি উৎপন্ন করিয়াছে।

ইংলণ্ড বিজয়ের পর নিম্ন লিখিত শাসন-প্রণালী ঘটিত কয়েকটী প্রধান প্রধান ঘটনা হইয়াছিল। ১২০০ খ্রী শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড দেশে উলিয়ম রাজার বংশোদ্ভব উইলিয়ম্ হইতে সপ্তম রাজা জন নামে এক জন অতি দুরন্ত ভূপতি হন। তিনি অতিশয় প্রজা পীড়ন করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। তাঁহার যাহা স্বেচ্ছা হইত তিনি তাহাই করিতেন। তাঁহার অধিকার সময়ে প্রজাদিগের ধন প্রাণ মান কিছুই রক্ষা হইত না। প্রজারা তাঁহার আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্ত ইংলণ্ড দেশের সমুদয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ তাঁহার বিপক্ষে এক ষড়্‌যন্ত্র করিল, এবং রণিমিড্ নামক স্থানে ১২১৫ খ্রী অব্দের ১৯ এ জুন তারিখে জন্‌কে ধরিয়া মাগ্নাচার্টা নামক এক সনন্দ পত্রে

জামের স্বাক্ষর করিয়া লইল। সেই অবধি জান্ ও তাঁহার পর যে সকল রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজত্ব করিতে পারেন না। এই মহাসনন্দ পত্র খানি ইংরেজদের স্বাধীনতার মূল স্বরূপ। ইংরেজেরা ইহাকে স্মরণ করিলে আনন্দে গদ্গদ হয়।

শিষ্য।—মহাশয়, আমি আপনার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। জন্ দেশের রাজা ছিলেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। আপনি যে সনন্দ পত্রের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মানের লাঘব হইয়াছিল। তাহা হইলে, তিনি প্রজাদের কথায় সম্মত হইলেন কেন, এবং কেনই বা আপনার লাঘব স্বীকার করিয়া ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

গুরু।—বহুকাল অবধি ইংরেজদের দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে, যে প্রজাদের সম্মতি না হইলে, রাজা প্রজার উপর কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। রাজা যত কেন দুর্দান্ত হউন না—যত কেন দৌরাত্ম্য করুন না—তিনি

কখনই এই রীতি অতিক্রম করিতে পারেন না—সুতরাং অন্ততঃ কর আদায়ের সময়, বা টাকার প্রয়োজন হইলে, রাজাকে প্রজাগণের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিতে হইত, এবং তাহাদের অনুমতি লইয়া রাজস্ব আদায় করিতে হইত। জনের টাকার বড় প্রয়োজন ছিল তিনি অতিশয় ব্যসনাসক্ত ছিলেন, এবং মিছা সংগ্রামে লিপ্ত হইতেন, সুতরাং টাকা না হইলে তাঁহার কোন মতেই চলিত না। তিনি যত কেন উপদ্রব করুন না, প্রজাগণের সাহায্য না লইয়া তাঁহার এক পা চলিবার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু প্রজাগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে অতিশয় পীড়িতা ও বিরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি জন্ পূর্ব্বকথিত ম্যাগ্‌না চার্টা নামক মহাসনন্দ পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহারা কোন মতে তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করিবে না। জন্ অনেক কৌশল করিলেন, তাহারা কিছুতেই সম্মত হইল না। অধিকন্তু প্রজারা আবার সমরের উদ্যোগ করিতে লাগিল। জন্ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, ও তখন অন্য কোন উপায়

না দেখিয়া তাহাদের কথায় সম্মত না হইয়া আর কি করেন। অগত্যা নতশির হইয়া ম্যাগ্না-চার্টাতে দস্তখত করিলেন।

বৎস! তোমার মুখভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে আমি যাহা বলিলাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন ইংরেজদের ইহা দ্বারা কি লাভ হইল তাহা বলি শুন।

জন্ মাগ্নাচার্টায় স্বাক্ষর করিলেন, এবং রাজভাণ্ডার ধনে, পরিপূর্ণ করিলেন। কিন্তু মাগ্নাচার্টা অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কোনমতেই সম্মত নন। উপায় পাইলে তাঁহারা ম্যাগ্নাচার্টার নিয়ম সকল ভঙ্গ করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিতেন না। পরে অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর ব্রীটনসাম্রাজ্যবাসী লোকেরা নিম্ন লিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের পুত্রেরা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে তাহা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে।

ব্রীটন সাম্রাজ্যের সমুদায় প্রজা যে দিন অবধি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই দিন অবধিই স্বাধীন। কি রাজা কি প্রজা কেহই তাহাকে গোলামের ন্যায় বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আইন অনুসারে বিচার না করিয়া কেহই তাহার জীবন নাশ করিতে পারিবেন না। কেহই তাহাকে দেশবহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না, বাসস্থান পরিত্যাগ করাইতে পারিবেন না, কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন না। স্বদেশের মধ্যে যে খানে ইচ্ছা হয় সেই খানেই প্রজারা বাস করিতে পারিবে, এবং যখন ইচ্ছা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে। বিচারালয়ের আজ্ঞা না হইলে কেহই অন্য ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবরাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। যখন ইচ্ছা প্রজারা রাজাকে, ও যেখানে আইন সমুদায় প্রস্তুত হয় পার্লেমেণ্ট নামক সেই মহাসভাতে যে বিষয়ের ইচ্ছা হয় সেই বিষয়ের দরখাস্ত করিতে পারিবে। প্রজা যত ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহার কোন অন্যায় বোধ হইলে,এবং সেই অন্যায় নিরাকরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে, বিচারপতিদিগকে তাহার

বিচার করিতেই হইবে। ইংলণ্ডদেশে হেবিয়স্ কর্পস্ নামে এক আইন্ প্রচারিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন ব্যক্তিই এমন কি রাজাও কাহাকেও বিচার না করিয়া কারাগারে রুদ্ধ রাখিতে পারিবেন না। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার বিচার করিতেই হইবে। ইংলণ্ডে এই এক নিয়ম আছে, যে কোন প্রজা কোন দোষ করিলে তাহার সদৃশ লোকেরা জুরি বা পঞ্চায়েৎ হইয়া তাহার বিচার করিবে।

বিল্ অব্ রাইট্স্ বা "অধিকার পত্র" নামে আর এক আইন প্রচারিত হয়, তাহাতে প্রজা-গণের ও পার্লেমেণ্ট মহাসভার কি কি ক্ষমতা তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, পার্লেমেণ্টের অনুমতি না হইলে রাজা আপন স্বেচ্ছায় প্রচলিত কোন আইনের কার্য্য রোধ করিতে পারিবেন না। পার্লেমেণ্টের সম্মতি না হইলে, রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে কর আ-দায় করিতে পারিবেন না; এবং যত দিন ও যে-রূপে পার্লেমেণ্ট কর আদায় করিতে বলিবে, তত দিন ও সেই রূপে কর আদায় করিবেন, ইহার অধিক আর পারিবেন না।

প্রজাগণের বিশেষ ক্ষমতা আছে যে,যে বিষয়ে ইচ্ছা রাজার নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবে; এইরূপ আবেদন করিয়াছে বলিয়া কেহ প্রজাকে কোন কথা বলিতে পারিবেন না। এই রূপ আবেদনের জন্যে প্রজাকে কারারুদ্ধ বা তাহার তাড়না করিলে আইন বিরুদ্ধ কাজ করা যাইবে।

পার্লেমেণ্টের সম্মতি না হইলে, শান্তির সময়ে, রাজা স্বদেশে যুদ্ধ সময়ের মত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না।

প্রজারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রতিনিধি স্বরূপে পার্লেমেণ্টে পাঠাইয়া দিবে; কেহই তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

পার্লেমেণ্টগৃহে বিচারের সময় কেহ কাহার কুৎসা করিলে অন্য বিচারালয়ে তাহার বিচার হইবে না।

বিচারপতি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যেরূপ ইচ্ছা জামিন চাহিতে পারিবেন না; কাহারও অপরিমিত জরিমানা করিতে পারিবেন না; এবং কাহাকেও যে রূপ ইচ্ছা নিষ্ঠুর দণ্ড দিতে পারিবেন না।

যেরূপ আইন সেই অনুসারে জুরিদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, এবং আইন অনুসারে তাহাদের বিদায় দিতে হইবে। রাজদ্রোহের জন্যে দণ্ড করিতে হইলে, পৈতৃক ভূস্বামী বা আয়মাদারদিগকে 'জুরি' হইতে হইবে।

কোন ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবার পূর্ব্বে রাজা তাহার বিষয় কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, এবং প্রচলিত আইন সকলের যে যে অংশ পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাহার পরিবর্ত্তনের জন্যে রাজা পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে বিলম্ব করিতে পারিবেন না।

বিল্ অব্ রাইট্স্ অনুসারে প্রজারা এই এই এবং অন্যান্য অধিকার প্রাপ্ত হয়। মাগ্না-চার্টা, হেবিয়স্ করপস্ এবং বিল্ অব্ রাইট্স্ এই তিনটী ইংরেজদের স্বাধীনতার মূল স্বরূপ।

প্রজাগণের আরও কতকগুলি বহু মূল্য স্বত্ব আছে।

যে কোন ব্যক্তি যে ধর্ম্ম ইচ্ছা সেই ধর্ম্মই আশ্রয় করিতে পারিবে।

সম্বাদ পত্রপ্রচারকেরা আপন আপন সম্বাদ পত্রে সকল বিষয়ের কথাই উল্লেখ করিয়া তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারিবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু সম্বাদ পত্র প্রচারকেরা কাহারও মিথ্যাপবাদ করিতে পারিবেন না। তাহা করিলে আইন অনুসারে মিথ্যাপবাদকের দণ্ড হইবে।

শিষ্য।—মহাশয় যাহা বলিলেন সমুদয় অবধান পূর্ব্বক শুনিয়াছি। কিন্তু আমার অনেক সংশয় উপস্থিত হইতেছে। বার বার মহাশয় পার্লেমেণ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পার্লেমেণ্ট কি? তাহা আমি কিছুই জানি না। মহাশয়ের কথা শুনিয়া বোধ হইল, পার্লেমেণ্টের অসাধারণ ক্ষমতা। পার্লেমেণ্টই যেন দেশের রাজা। প্রকৃত রাজার কথা কই কিছুই বলিলেন না। রাজার বিষয় ও পার্লেমেণ্টের বিষয় শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। শাসন-প্রণালীর কথাও কিছু বলেন নাই। এই সকল কথা বলিয়া আমার মানস পূর্ণ করুন।

গুরু।—ক্রমে ক্রমে সমুদয় বলিতেছি। ইংরেজদের শাসন-প্রণালী অতি চমৎকার। একথা মিথ্যা নয়, যে এখানে রাজারও ক্ষমতা নাই, প্রজারও ক্ষমতা নাই, রাজারও ক্ষমতা আছে, প্রজারও ক্ষমতা আছে। আপাততঃ এই দুই বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এ অতি যথার্থ কথা।

শিষ্য।—আর্য্য! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রাজ্যে রাজার ক্ষমতা নাই, সে আবার কি? রাজার রাজ্যে প্রজার ক্ষমতা আছে, তাই বা আবার কি? রাজাকে লইয়াই রাজ্য। তিনি পিতা স্বরূপ, প্রজাগণ তাঁহার পুত্রস্বরূপ। পিতার পুত্রের উপর সম্পূর্ণ অধিকার। পিতা সর্ব্বদাই পুত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকেন; পুত্রের তাহাতে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। পিতা যাহা বলি-বেন পুত্র তাহাই করিবে। পিতা যদি দুরন্ত হন, তাহা হইলেও পুত্রের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি যাহা বলিবেন তাহা অন্যায় হইলেও তাহাকে তাহাই করিতে হইবে; তাহা না করিলে পুত্রের

কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হয় না। মহাশয়! আমি শুনিয়াছি, পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা রাজাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" ; রাজা দেবতা, ইনি মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া মহীতলে অবস্থিতি করিতেছেন। ইংরেজেরা সেই রাজার মান্য করে না কোন দেশেই তো এই রূপ নাই। মুসলমান বাদসাহের যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারিতেন। তিনি মনে করিলে কাহাকেও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া দিতে পারিতেন, মনে করিলে কাহাকেও বা দীন দরিদ্র করিতে পারিতেন। আমার সংস্কার আছে, রাজাই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার রাজ্যে অন্য কাহারও অধিকার নাই। কই, চিনের দেশেও তো এই রূপ নাই। হিন্দু রাজাদের সময়ে তো ভারতবর্ষেও এরূপ ছিল না। এক্ষণেও ভারতবর্ষে যে সকল স্বদেশীয় রাজা আছেন, তাঁহাদের রাজ্যেও তো এই রূপ নাই। ইংরেজদের দেশে এক নূতন ধারা দেখিতে পাই। বোধ হয় উহাদের দেশ বড় অরাজক।

গুরু।—অত উতলা হইও না। আমি যাহা বলি, মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার ভ্রম দূর হইবে। আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিয়া যদি কিছু সংশয় থাকে বলিও, বুঝাইয়া দিব।

ইংলণ্ডে রাজা, প্রজা ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ একবাক্য হইয়া আইন প্রস্তুত করেন। এক-বাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

রাজা ও পার্লেমেন্টের কথা এক এক করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা হইলে ইংরেজদের শাসন-প্রণালী কি রূপ অদ্ভুত, তাহা বুঝিতে পারিবে।

ইংলণ্ড দেশে রাজপদ পুরুষানুক্রমিক, অর্থাৎ সিংহাসনস্থ রাজার মৃত্যু হইলে রাজার উত্তরাধি-কারিগণ তাঁহার সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজার পুত্র ও কন্যা দুই থাকিলে, কন্যা রাজ্য না পাইয়া পুত্র রাজ্য পাইবেন, এবং একাধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপত্যশূন্য হইয়া লোকা-ন্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ, রাজ্য পাইবেন।

ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে ভগিনীরা রাজত্ব পাইবেন না। জ্যেষ্ঠ কন্যার কনিষ্ঠ অপেক্ষা সিংহাসনে অধিক স্বত্ব। সিংহাসনস্থ কোন রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার খুড়া, ভাইপো, ভাই, প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার পুত্র না থাকিলে, কন্যাই রাজত্ব পাইবেন। এক্ষণে মহারাণী বিক্টোরিয়া নামে এক জন স্ত্রী রাজত্ব করিতেছেন। ইনি ইহাঁর পিতৃব্যের সিংহাসন পাইয়াছেন। ইহাঁর পিতৃব্যের পুত্র কন্যা প্রভৃতি ইহাঁ অপেক্ষা অধিক স্বত্বযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন না। সেই নিমিত্তেই ইনি রাজত্ব পাইয়াছেন।

মহারাণী ও তাঁহার মন্ত্রিগণ আইন অনুসারে কার্য্য হইল কিনা, তাহারই সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট নামে এক মহা সভা আছে, সেই খানেই সমুদয় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লেমেণ্টের কথা পরে বলিতেছি, ইংলণ্ডে রাজার কি কি ক্ষমতা তাহা প্রথমে বলি।

তোমার বিদিত আছে, খ্রীষ্টানধর্ম্ম দুই প্রধান

সম্প্রদায়েবিভক্ত। রোমান্ কাথলিক্ ও প্রটেষ্টাণ্ট্। হিন্দুধর্ম্মের শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি যে রূপ সম্প্রদায় আছে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মেও সেই রূপ। ইংলণ্ডের রাজাকে প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মাবলম্বী হইতেই হইবে।

যদি রাজা অথবা মহারাণী, অথবা তাঁহাদের পরে যিনি রাজ্য পাইবেন, সেই যুবরাজ রাজকুমার, বা রাজকুমারী, রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই দিন অবধি তাঁহার সিংহাসনে স্বত্ব রহিত হইল।

সিংহাসনস্থ রাজার কতকগুলি বহুমূল্য স্বত্ব আছে। সিংহাসনস্থ রাজা বা মহারাণীর শরীর পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য; কেহই তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। যদি স্পষ্ট করিয়া লেখা না থাকে, তাহা হইলে পর্লেমেণ্টের কোন আইনই তাঁহাকে স্পর্শিবে না। তিনি যে কোন কার্য্য করিবেন, কাহারও নিকটে তাহার নিমিত্ত দায়ী হইবেন না। রাজ্যস্থ কোন বিচারালয়ই সিংহাসনস্থ রাজার বিচার করিয়া দণ্ড করিতে পারিবে না। তিনি সকল দণ্ডার্হ দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডমুক্ত ও ক্ষমা করিতে পারেন। তিনি সম্মানের আকর,

তিনি যাহাকে ইচ্ছা সম্ভ্রান্ত পদবী দিতে পারেন। তিনি গুণের পুরস্কারকর্ত্তা। তাঁহার অনুমতি না হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ কোন প্রজা বিদেশস্থ রাজার দত্ত উপাধি বা পুরস্কার ধারণ করিতে পারে না। সেনাপতিত্ব প্রভৃতির সনন্দ তিনিই দান করিতে পারেন। পার্লেমেণ্ট সভার আহ্বান করা অথবা তাহার ভঙ্গ করা তাঁহারই ক্ষমতা। তিনি রাজ্যের উত্তমাঙ্গ স্বরূপ। তিনি সৈন্য সামন্তেরও কর্ত্তা, যুদ্ধতরী সকলেরও কর্ত্তা। তিনিই বিদেশস্থ রাজদূতদিগকে গ্রহণ করেন; ও স্বদেশস্থ দূতগণকে অন্য রাজ্যে প্রেরণ করেন। বিদেশস্থ রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করণে, তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিধানে এবং স্বদেশে শান্তি দানে তাঁহারই ক্ষমতা! টাঁক্‌শাল স্থাপন করিয়া প্রজাগণের জন্যে টাকা প্রস্তুত করিবার অধিকার তাঁহারই আছে। পার্লেমেণ্টের দুই নিম্ন লিখিত সমাজে আইন বলিয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি সম্মতি দান না করিলে তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু কোন বিষয় আইন বলিয়া নিবদ্ধ হইবে কি না, ইহার

বিচার যখন পার্লেমেণ্টে উপস্থিত হয়, তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু বলিতে হয়, বলিয়া থাকেন।

এই গুলি এবং অন্য অন্য কতকগুলি বিষয়ে রাজার বিশেষ অধিকার আছে। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী অনুসারে, রাজা স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহার মন্ত্রিগণ সমুদয় রাজ-কার্য্য করেন। মন্ত্রিগণ রাজার রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যের দায়ী; পার্লেমেণ্টের নিকটে তাঁহাদিগকে তাহার জবাবদিহি করিতে হয়। রাজা মন্ত্রিগণের বিনা পরামর্শে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। পার্লেমেণ্ট বিপক্ষ হইলে মন্ত্রীরা এক পা চলিতে পারেন না। মন্ত্রিগণের স্বত্তা পার্লেমেণ্টের উপর নির্ভর করে। রাজা আপনার মন্ত্রিগণকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পার্লেমেণ্টের নিম্ন লিখিত দ্বিতীয় সমাজের সহিত ঐক্য ও কৌশল না রাখিলে মন্ত্রীরা মন্ত্রিপদ রাখিতে পারেন না। কিন্তু রাজার যে যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহাতে যদি পার্লেমেণ্ট বা মন্ত্রিগণ হস্তক্ষেপ করেন, তাহা

হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত ও উপস্থিত পার্লেমেণ্ট সভা ভঙ্গ করিয়া আর এক পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে পারেন। যদি রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ দেশের মঙ্গলের উদ্দেশে কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হন, এবং পার্লেমেণ্ট তাহাতে বিপক্ষতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজা পার্লমেণ্টের উপস্থিত সভ্যদিগকে বিদায় দিয়া দেশস্থ লোক সকলকে আদেশ করিতে পারেন, যে তাহারা অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের প্রতিনিধি পদে বরণ করে। তাহাতেও পার্লেমেণ্টের এই প্রকার নূতন আহূত সভ্য সকল রাজার মনোনীত না হইলে তিনি অন্য পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে পারেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কাহাকে পার্লেমেণ্টের সভ্য নিযুক্ত করিতে পারেন না। সুতরাং পার্লেমেণ্টে প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। যদি ভূপতি ও তাঁহার অমাত্যগণ তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করেন, তাহা হইলে তাহারা রাজ্যে টাকা আদি যাহা কিছু সরবরাহ করিতে হয় সমুদয় বন্ধ করিয়া দিয়া কুমন্ত্রীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারে। এইরূপে

রাজার ও প্রজাগণের মধ্য কেহই অন্যের স্বত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। সেই জন্যই ইংরেজেরা পৃথিবীর সমুদয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহন করিতেছে; এবং এই জন্যই ইংরেজদের এত বীর্য্য, এত প্রতাপ, এত আদর এবং এত গৌরব।

রাজ্যে যে সকল কর আদায় হয় তাহা রাজ-ভাণ্ডারে জমা হয়, যে খানে যে খরচ হয় রাজা তাহা খরচ করেন। রাজা নিজখরচের জন্য ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পান।

দেশের রাজার নামে বিচারপতি প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হয়। মন্ত্রিগণ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত রাজার নিকটে অনুরোধ করিলে রাজা তাহাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করেন।

রাজার যে যে ক্ষমতা তাহা তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে রাজপরিবারের কথা কিছু বলিব।

রাজার সহধর্ম্মিণী অথবা মহারাণীর স্বামীর রাজ্যের শাসন বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই। অন্য অন্য লোক যে রূপ প্রজা, তিনিও সেই রূপ; অন্য অন্য লোক যেরূপ রাজকর্ম্মচারিপদে

নিযুক্ত হইতে পারে, তিনিও সেই রূপ রাজ-কর্ম্ম করিতে পারেন। কিন্তু সিংহাসনস্থ রাজার মহিষীর কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে।

ইংলণ্ড দেশে বিবাহিত সধবা স্ত্রীলোক কাহারও নামে নালিশ করিতে পারে না, এবং অন্য কেহও তাহার নামে নালিশ করিতে পারে না। কিন্তু অবিবাহিত কুমারীগণ আপনারা অন্যের নামে নালিশ করিতে পারে, এবং অন্য লোকেও তাহাদের নামে নালিশ করিতে পারে। রাজ-মহিষীর এই এক বিশেষ ক্ষমতা আছে, যে তিনি অবিবাহিত স্ত্রীর ন্যায় অন্যের নামে নালিশ করিতে পারেন, এবং অন্য লোকেও তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারে। এই জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র উকীল আছে।

ইংলণ্ডে বিবাহিত সধবা স্ত্রী ভূমির দান ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে না। কিন্তু তিনি তাহা পারেন। তিনি আপনার বিষয়ের উইল করিতে পারেন, এবং তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে স্থাবর অস্থাবরাদি কোন বিষয় লেখা পড়া করিয়া লইতে পারেন; আর কোন বিবাহিত সধবা স্ত্রী তাহা

পারে না। রাজার ন্যায় তাঁহার শরীরও অলঙ্ঘ্য। তাঁহার পরিবারস্থ লোক স্বতন্ত্র এবং তাঁহার সমুদয় স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী আছে।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজার অব্যবহিত উত্তরাধিকারী যুবরাজ; তাঁহাকে "প্রিন্স অব্ ওয়েল্স" বলে। তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শরীরকেও কেহলঙ্ঘন করিতে পারে না। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ "প্রিন্স অব্ ওয়েল্স" বলিয়া খ্যাত হন।

রাজার জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধান রাজকুমারী; তাঁহার শরীরকেও কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাঁহার ভ্রাতাগণের ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের অবর্ত্তমানে তিনিই মহারাণী নামে খ্যাত হন।

রাজপরিবারের অন্য কাহারও কিছু বিশেষ ক্ষমতা নাই। রাজ্যের অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ অপেক্ষা রাজার পুত্রগণের মান অধিক।

"রাজপরিবারের বিবাহ আইন" নামে যে এক আইন প্রচারিত হয় তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজমোহর ও দস্তখৎ যুক্ত রাজার সম্মতিপত্র না

পাইলে রাজপরিবারের কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাদের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাঁহারা যদি পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক নিবারিত না হন, তবে রাজা অথবা পার্লেমেণ্টর অনুমতি না লইয়াও বিবাহ করিতে পারিবেন। যদি পার্লেমেণ্টের অনভিমতে রাজপরিবারের কোন ব্যক্তি বিবাহ করেন, তাহা হইলে যাহারা সেই বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের পর্য্যন্ত দণ্ড হইবে। যে সকল রাজ কন্যার বিদেশস্থ রাজ পরিবারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের সন্তান-গণের সহিত ঐ আইনের সম্পর্ক নাই।

শিষ্য।—রাজার কি কি বিশেষ ক্ষমতা তাহা শুনিলাম। কিন্তু রাজা আইন প্রস্তুত করিতে পারেন না। পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভায় আইন সমুদায় প্রস্তুত হয়; রাজা কেবল আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না তাহারই তত্ত্বাবধারণ করেন; এই সকল কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। রাজার অসাধারণ ক্ষমতা এই যে আমার সংস্কার ছিল, তাহার সমুদায়ই বিপ-রীত দেখিতে পাই। ইংলণ্ডে রাজা আবার স্বয়ং

কোন কার্য্য করিতে পারেন না ; মন্ত্রিরাই সমুদয় রাজকার্য্য করে। তবে মন্ত্রিদিগকে রাজা না বলিয়া প্রকৃত রাজাকে রাজা বলিবার প্রয়োজন কি, ইহা বুঝা আমার বুদ্ধির অসাধ্য। সে যাহা হউক, অগ্রে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করি, পরে যাহা আমার বক্তব্য আছে বলিব। মহাশয়! এখন পার্লেমেণ্টের বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভায় সমুদায় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লেমেণ্ট দুই সমাজে বিভক্ত। সম্ভ্রান্ত-সমাজ ও প্রাকৃত-সমাজ। শেষোক্ত সমাজের কথা পরে বলিব, এখন সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা কিছু বলি।

স্মরণ করিয়া দেখ, আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের এখন আর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট নাই; স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভা এখন স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ড এই তিনের জন্যেই আইন প্রস্তুত করে।

সম্ভ্রান্ত-সমাজে ও প্রাকৃত-সমাজে এই তিন দেশের প্রতিনিধিগণ উপবেশন করেন। উক্ত দেশত্রয় সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে ও স্কট্‌লণ্ডে এক্ এক স্বতন্ত্র পার্লেমেণ্ট ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহাদের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীরা ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টে সম্ভ্রান্ত সভায় উপবেশন করে, এবং সামান্য লোকদিগের প্রতিনিধিগণ প্রাকৃত-সভায় উপবেশন করে।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কাহাকেও সম্ভ্রান্ত পদবী দিতে রাজারই ক্ষমতা; আর কাহারও নাই। তিনি মনে করিলে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্ভ্রান্ত করিতে পারেন। ইংলণ্ডে তিনি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত সৃজন করিতে পারেন; স্কট্‌লণ্ডে ও আয়র্লণ্ডে কিন্তু সেরূপ নহে।

এস্থলে তোমার একটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দি। ইংলণ্ডে যাহাদের টাকা আছে, তাহারাই সম্ভ্রান্ত নয়। রাজা যাহাকে সম্ভ্রান্ত করিবেন, তিনিই সম্ভ্রান্ত। আমাদের দেশেও যেমন টাকা থাকিলেই 'রাজা' পদবী পায় না, সেই রূপ ইংলণ্ডেও টাকা থাকিলেই সম্ভ্রান্ত হয় না।

পার্লেমেণ্টের সম্ভ্রান্ত-সমাজে ইংলণ্ডের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ, ও প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত যাজকগণ এবং স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রেরিত কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও যাজকগণ আসন গ্রহণ করেন। ৩০ জন সম্ভ্রান্ত যাজক এবং ৪০৭ জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সমুদায়ে ৪৩৭ জন সম্ভ্রান্ত এই সভার সভ্য। ইংরাজীতে এ সমাজকে "হাউস্ অব্ লর্ডস্" বলে। এই সমাজের সভাপতিকে ইংরেজীতে,ইহার "স্পিকর্" কহে। "লর্ড চ্যান্সলর্" অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান মোহর রক্ষক ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার প্রধান অমাত্য,এই সভার সভাপতি বা স্পিকর্। এই সমাজে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কোন বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন।

কোন বিষয়ে সম্মতি বা অসম্মতি দান করিতে হইলে সম্ভ্রান্তগণ হয় স্বয়ং আসিয়া সম্মতি দেন; তাহা না হইলে আপন আপন সম্মতি বা অসম্মতি সূচক পত্র পাঠাইয়া দেন।

এই অবসরে তোমাকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ ঘটিত দুই চারিটী কথা বলিয়া দি।

সম্ভ্রান্তগণ যখন ইচ্ছা দেশের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন; এবং আপনার বক্তব্য বিষয় বলিতে পারেন। যে সকল আইন কেবল সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদিগকে স্পর্শে, তাহার নিষ্পত্তি সম্ভ্রান্ত সভাতেই হয় আর কোথাও হয় না। সম্ভ্রান্তদিগের উপাধি ঘটিত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাজা সম্ভ্রান্ত-সমাজের সভ্যদিগকে তাহার নিষ্পত্তির ভার দেন। ঋণের জন্য কেহ সম্ভ্রান্তদিগকে কারাবদ্ধ করিতে পারে না। কোন এক জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী রাজদ্রোহ ও উৎকট অপরাধ প্রভৃতি কোন গর্হিত কর্ম্ম করিলে এই সমাজেই তাহার দণ্ড হয়। তাবৎ মকদ্দমার শেষ আপিল্ এই সম্ভ্রান্ত সমাজেই হয়।

সম্ভ্রান্ত-সমাজের কথা বলিলাম। এখন প্রাকৃত-সমাজের কথা বলি শুন। প্রাকৃত সমাজকে ইংরাজীতে "হাউস্ অব্ কমন্স্" বলে। এই সমাজে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও যাজক ভিন্ন অন্যান্য প্রজাগণের প্রতিনিধিরা উপবেশন করেন। প্রাকৃত সমাজই

রাজ্যের প্রধান অঙ্গ। এই সমাজের অসাধারণ ক্ষমতা। রাজস্ব ঘটিত যত কিছু আইন এই সমাজে প্রস্তুত হয়। প্রজাগণের উপর কর-নির্দ্ধারণ ইহারা না করিলে আর কেহই করিতে পারে না। যদি এই সভা রাজার মুখস্বরূপ মন্ত্রিগণের রাজকার্য্য ঘটিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইহারা রাজ্যে টাকা আদি যাহা কিছু সর্‌বরাহ করিতে হয় সমুদয় বন্ধ করিয়া দিতে পারে। রাজা, রাজমন্ত্রিগণ, ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ সমুদয়কেই ইহাদের ভয় করিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রেরিত ৫০০, স্কট্‌লণ্ডের প্রেরিত ৫৩, এবং আয়র্লণ্ডের প্রেরিত ১০৫ সমুদয়ে ৬৫৮ জন প্রজাগণের প্রতিনিধি, এই সমাজের সভ্য। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময় নির্দ্ধারিত আছে। সেই সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাউণ্টি বা শায়ের এবং গ্রাম বা নগর নিবাসী লোকেরা আপনাদিগের প্রতিনিধি বাছিয়া লয়। সকল প্রজারই কিন্তু প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। যাহাদের নির্দ্ধারিত স্থাবর অস্থাবরাদি বিষয় আছে, তাহা-

রাই প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে আপনাদের সম্মতি প্রকাশ করিতে পারে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রতিনিধি বাছিবার সময় মহা গোলযোগ হইত; এবং যে যে স্থানের প্রতিনিধি আবশ্যক, সে বিষয়েও অনেক গোল ছিল। ১৮৩২ সালে "রিফর্‌ম্‌ বিল্‌" অর্থাৎ সংস্কারপত্র নামে এক আইন প্রচারিত হইয়া অনেক গোল কমিয়া গিয়াছে।

আমি তোমাকে এই মাত্র বলিয়াছি যে, সকল লোক প্রতিনিধি বাছিয়া লইতে পারে না। যাহাদের বৎসরে অন্ততঃ ২০০ টাকা উপস্বত্বের পৈতৃক ভূমি আছে, তাহারা অন্য অন্য লোকদিগকে প্রতিনিধিত্বে বরণ করিতে পারে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌ এ নামক বিশেষ উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহাদের কিছু মাত্র বিষয় না থাকিলেও তাঁহারা বরণ করিতে পারেন। ইহা ভিন্ন ও আরও কাহার কাহারও প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু উপরি উক্ত গুণ থাকিলেও নিম লিখিত ব্যক্তিগণ বরয়িতা (যাঁহারা প্রতিনিধি বাছিয়া লন) হইতে পারেন না।

যাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে কম, তিনি বরয়িতা হইতে পারেন না। যিনি মিথ্যা শপথ করেন, প্রমাণ হইয়াছে, যিনি বিদেশী, যিনি শুল্ক বা মাসুল আদি আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত আছেন, যিনি ডাকঘরেঁর অথবা পুলিশ সংক্রান্ত কর্ম্মচারী, যিনি সম্ভ্রান্ত ভূস্বামি পদস্থ, এবং যিনি ঘুশ লন প্রমাণ হইয়াছে, তাঁহারা বরয়িতা হইতে পারেন না।

সকল ব্যক্তিই প্রতিনিধি রূপে মনোনীত হইতে পারেন। কিন্তু নিম্ন লিখিত কয়েকটী দোষের মধ্যে একটী দোষ থাকিলেও কোন ব্যক্তিই প্রতিনিধিত্বে মনোনীত হইতে পারে না। বিদেশী, পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক, যাজক বা পাদরী, উৎকট ফৌজদারি মকদ্দমায় অপরাধী, রাজবিরুদ্ধ আচরণকারী, ঘুশখোর, যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণের উপর প্রতিনিধিদিগকে পার্লেমেণ্টে পাঠাইয়া দিবার ভার আছে, যাহারা রাজস্ব আদায় করে, যাহারা রাজ সরকারে পেন্সন পায়, এবং যাহারা গবর্ণমেণ্টে রসদ যোগায়, এই সকল লোক প্রতিনিধি হইতে পারে না।

রাজা পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিবেন, স্থির হইলে "লর্ড চ্যান্সলর্" অর্থাৎ প্রধান রাজ মোহর রক্ষক ও প্রধান রাজকর্ম্মচারী, প্রতিনিধি সমাবেশ করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা বাহির করেন। সেই পরওয়ানা পূর্ব্বোক্ত কাউণ্টির শরিফ অর্থাৎ কাউণ্টিস্থ প্রধান কর্ম্মচারীর নিকটে যায়, এবং শরিফ অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারিগণের নিকটে পাঠাইয়া দেন। শরিফ যেখানে কাউণ্টির প্রতিনিধিগণ মনোনীত হইবে সেই থানে গিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। প্রতিনিধি মনোনীত হইবার সময়ে নির্দ্ধারিত স্থান হইতে সমুদয় সৈন্য বহিষ্কৃত হইবে। ঘুশ প্রভৃতি দিয়া প্রতিনিধি মনোনীত হইবার উপায় নাই। প্রতিনিধি মনোনীত হইলে শরিফ তাহাদিগকে পার্লেমেণ্টে পাঠাইয়া দেন।

সাত বৎসরের মধ্যে রাজা যদি পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভঙ্গ না করেন, তাহা হইলে সভ্যেরা সাত বৎসর পর্য্যন্ত আপানাদের সভ্যপদ রাখিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা অধিক আর পারেন না।

কাহারা সম্ভ্রান্ত ও প্রাকৃত সভার সভ্য তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে কিরূপে আইন প্রস্তুত হয় তাহা বলি শুন।

তোমাকে বলিয়াছি সম্ভ্রান্ত সভায় এক জন সভাপতি আছেন। প্রাকৃত সভাতেও সেই রূপ সভাপতি আছেন। প্রাকৃত সভার সভ্যেরা আপনাদের মধ্যহইতে আপনাদের সভাপতি বাছিয়া লয়, এবং রাজা তাহাতে সম্মতি দেন। সম্ভ্রান্ত সভার সভাপতি, কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আপনার সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন; প্রাকৃত সভার সভাপতি তাহা পারেন না; কেবল যে সময়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং সভাস্থ সমুদয় লোক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনাদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং দুই দলের লোক সমান হয়, সেই সময়েই কেবল তিনি আপনাকে সম্মতিদাতা বা অসম্মতি দাতা বলিতে পারেন।

প্রতি সমাজেই বিবেচ্য বিষয়ে সভ্যদিগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়; এবং সম্মতি দাতাদের অপেক্ষা অসম্মতি দাতাদের সঙ্খ্যা অধিক হইলে

সে বিষয়ের কথা আর উত্থাপিত হয় না। কিন্তু যদি অসম্মতি দাতাদের সঙ্খ্যা কম হয়, তাহা হইলে তাহা আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কোন আইন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহার পাণ্ডু-লেখ্য প্রস্তুত হয়। যদি প্রাকৃত সমাজের কোন সভ্য সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে প্রাকৃত সমাজে তাহা প্রথম বার সকলের সমক্ষে পঠিত হয়। যদি সম্ভ্রান্ত সভার কোন সভ্য সেই পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাহা সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রথমবার পঠিত হয়। প্রথম বার পাঠ হইবার পর যদি অধিকাংশ লোক তাহাতে অসম্মতি দেন, তাহা হইলে আর তাহার কথা উত্থাপিত হয় না। তাহা না হইলে আবার দ্বিতীয় বার পঠিত হয়, সেবারও যদি তাহাতে অধিকাংশ লোকের সম্মতি হয়, তাহা হইলে এক কমিটী নিযুক্ত হয়, এবং তাহাতে সেই বিবেচ্য বিষয়ের আন্দোলন হয়। কমিটিস্থ অধিকাংশ লোক তাহাতে সম্মতি দিলে সর্ব্ব-সমক্ষে তাহা তৃতীয় বার পঠিত হয়। সে বার যদি অধিকাংশ লোকের তাহাতে মত হয়, তাহা হইলে সে সমাজে তাহা

আইন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরে তাহা অপর সমাজে প্রেরিত হয়। সেখানেও আবার ঐ রূপ সমুদয় হয়। তাহাতে সভার মত হইলে, ঐ পাণ্ডুলেখ্য রাজার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হয়। রাজা সম্মতি দান করিলে, তাহা আইন বলিয়া প্রচারিত হয়।

এক পার্লেমেণ্ট সাত বৎসরের উর্দ্ধ আর অধিক দিন থাকিতে পারে না। এরূপ মনে করিও না, যে এই সাত বৎসর কাল বরাবর পার্লেমেণ্ট সভাগৃহে অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। আবার কতক দিন পরে সেই পার্লে-মেণ্টের সভ্যেরা ভূপতিকর্ত্তৃক আহূত হইয়া একত্রে উপবেশন করেন।

তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে রাজা সম্ভ্রান্তদিগের সভায় আসন গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত পার্লেমেণ্টসভা ভঙ্গের এবং অন্য পার্লেমেণ্টসভ্যগণের একত্রীকরণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত আছে।

রাজ্যের এই তিন প্রধান অঙ্গ; সম্ভ্রান্ত সভা, প্রাকৃত সভা ও রাজা। তোমার মনে দৃঢ় রূপে

অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, যে এই তিন একবাক্য না হইলে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

শিষ্য।—আর্য্য! আমি আদ্যোপান্ত শুনিয়াছি; ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে কিরূপ চমৎকার তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। রাজশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রজার মঙ্গল। আইন প্রস্তুত করণের ভার এবং আইন অনুসারে কার্য্য হইল কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ, এই দুই ভার এক জনের উপর থাকিলে সেই উদ্দেশ্য সাধনের অনেক ব্যাঘাত সম্ভাবনা; কারণ যে ব্যক্তির উপর এই দুই ভার আছে, তিনি যদি অতি নিষ্ঠুর হন, তাহা হইলে তিনি নিষ্ঠুর আইন প্রস্তুত করিবেন, প্রজার মঙ্গলের উপর কিছু মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না, এবং তাহাদের ভাল হউক বা মন্দ হউক সেই সকল আইন অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবেন না; কিন্তু ইংলণ্ডে আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রজারা অনুমতি না দিলে কোন আইনই প্রচারিত হয় না।

ফলে তিন প্রকার শাসন-প্রণালী সম্ভব। রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজা যথেষ্টাচার হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, কেহই তাঁহাকে বারণ করিতে পারে না। সাধারণতন্ত্রে প্রজাগণ একত্র হইয়া আপনাদের মঙ্গল বিধান করে; তাহাদের এক জন নির্দ্দিষ্ট প্রধান নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্রে সম্ভ্রান্তগণ একত্র হইয়া রাজ্যশাসন করেন। এই তিন শাসন প্রণালীতে অনেক দোষও আছে, অনেক গুণও আছে। উল্লিখিত প্রত্যেক তন্ত্রের লোকেরা কেবল আপনাদিগের পক্ষ টানিতে পারে, এবং অন্য সকলকে উৎসন্ন দিতে পারে। ইংলণ্ডে কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংলণ্ডে তিনই আছে, তিনই নাই। এখানে উপরি উক্ত তিন শাসন-প্রণালীর যে সকল গুণ আছে, তাহা রক্ষিত হইয়াছে, এবং দোষ সকলের খণ্ডন হইয়াছে। কারণ তিনের ঐকমত্য না হইলে কোন কার্য্যেরই নিষ্পত্তি হয় না। আর ইংলণ্ডে রাজা যেমন হউন না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; তিনি যদি অতি বিচক্ষণ ও দয়ালু হন, তাহা

হইলে সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল, দুরাত্মা হইলে কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই। সকল লোকেরই স্বভাবতঃ রাজাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে, ইংলণ্ডে তাহাও স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা নাই একথাও বলা যায় না, যেহেতু তিনি আইন সকলের রক্ষক; এ কিছু সামান্য ভার নয়। মহাশয়! ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যে অতি অদ্ভুত ইহা আমার এত ক্ষণে উপলব্ধি হইয়াছে। মহাশয়! এক্ষণে আমার একটী কথার স্মরণ হইতেছে। রাজমন্ত্রিগণের যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার এই সংস্কার হইয়াছে, যে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মন্ত্রী কয় জন আছেন? এক জন কি দুই জন?

গুরু।—মন্ত্রী এক জন নহে। মন্ত্রী অনেক; রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন অমাত্য নিযুক্ত আছেন। সকলেই আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন; অন্যের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। মন্ত্রিগণ যথাসাধ্য রাজার উপকার করিবেন এই শপথ করিয়া আপনাদের পদ গ্রহণ করেন।

রাজার "প্রিবি কৌন্সিল" নামে আপনার এক সভা আছে। রাজা যত ইচ্ছা তাহার মেম্বর বা সভ্য নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং যত দিন ইচ্ছা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজার রাজকার্য্য ঘটিত আচরণের জবাবদিহি মন্ত্রিগণকে পার্লেমেণ্টের নিকট করিতে হয়। ভারতবর্ষ প্রভৃতি ইংলণ্ডের যে সকল বিদেশস্থ অধিকার আছে তাহার আপীল এই কৌন্সিলে হয়। প্রিবি কৌন্সিলের সভ্যদিগের রাইট্ অনরেবল এই এক উপাধি আছে। এক্ষণে ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষের প্রধান কর্ম্মচারীরা এই কৌন্সিল ভুক্ত। মন্ত্রিগণ তিন বৎসর কাল রাজ দরবারে থাকিলে, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকিবেন তত দিন ২০,০০০ হাজার টাকা পেন্সন পাইবেন।

ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহাদিগকে দেশের রাজা বলিলেই হয়। তাঁহারা বিশেষ উপযুক্ত ও কর্ম্মদক্ষ না হইলে কখন রাজকার্য্য করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণ অপেক্ষা বিচক্ষণ লোক পাওয়া অতি দুর্লভ। বড় বড় নীতিবিশারদ কার্য্যধুরন্ধরেরা মন্ত্রিপদ

পান। তাহাদের কি রূপ বিদ্যা বুদ্ধি তাহা পার্লেমেণ্টে প্রকাশ পায়। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পার্লেমেণ্টে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা টের পাওয়া যায়। মন্ত্রিগণ বিচক্ষণ লোক না হইলে এক দণ্ড রাজ্য চলে না।

শিষ্য।—মন্ত্রিগণের কথা শুনিলাম। প্রত্যেক কাউণ্টিতে আইন অনুসারে কি রূপে কার্য্য হয় তাহা শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু।—আইন অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক কাউণ্টিতে এক জন লেফ্‌টনেণ্ট, এক জন শরিফ এই দুই জন নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে লেফ্‌টনেণ্ট সাহেব যুদ্ধ বিষয়ক যাহা কিছু তাহারই তত্ত্বাবধারণ করেন। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আর আর রাজকর্ম্মচারীও নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক কাউণ্টিবাসী লোকদের উপর, আইন অনুসারে আপন আপন শাসন করিবার ভার অর্পিত আছে। তাহারা আপনারা রাজকর্ম্মচারীদিগকে বাছিয়া লয়, এবং

তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত রাজার সম্মতি চাহিয়া পাঠায়।

ইংলণ্ডে এক সুন্দর আইন আছে, দরিদ্রগণ যাহাতে প্রতিপালিত হয় এরূপ এক উপায় করা আছে।

শিষ্য।—মহাশয়! ইংলণ্ডে কত টাকা কর আদায় হয়?

গুরু।—ইংলণ্ডে ৬৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। তাহার দুই তৃতীয়াংশ প্রায় সামগ্রীর মাসুল হইতে আদায় হয়। অবশিষ্ট টাকা ষ্ট্যাম্প, ডাকঘর, ইন্‌কম্‌ট্যাক্‌স প্রভৃতি নানাবিধ ট্যাক্‌স হইতে উৎপন্ন হয়।

শিষ্য।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ঋণ আছে ইংলণ্ডেও কি সেই রূপ আছে?

গুরু।—ইংলেণ্ডের যত ঋণ এত আর কোন দেশের নাই। ইংলণ্ডে ৮০০ কোটি টাকা ঋণ আছে। কিন্তু ইংরেজেরা উহার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। তাহারা বলে, যে এত ঋণ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের এত সমৃদ্ধি। আমাদের যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংগ্রাম

করিতে হইয়াছে, টাকা না ধার করিলে আমরা কোন মতেই সেই সকল সংগ্রাম চালাইতে পারিতাম না। অতএব আমাদের যে ঋণ আছে তাহা শত্রু নয়, তাহা মিত্র। ভারতবর্ষে যে রূপ গবর্ণমেণ্টের কাগজ আছে, যাহাকে সচরাচর কোম্পানীর কাগজ বলিয়া থাকে, সেই রূপ ইংলণ্ডেও কন্সল্ নামে কাগজ আছে।

শিষ্য।—আর্য্য! ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের কত টাকা খরচ হয়?

গুরু।—কত টাকা রাজার নিজ খরচের জন্য দিতে হয়, তাহা বলিয়াছি। ইংলণ্ডের যে ধার আছে তাহার সুদ প্রায় ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে হয়; ইহার অধিক হইবেক ন্যূন নয়। যুদ্ধ জাহাজ, স্থল সৈন্য, বারুদ, গোলা গুলী, বিদ্যালয়, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক টাকা ব্যয় হয়। বিচারালয়, পেন্সন, রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু অধিক টাকা ব্যয় হয় না।

শিষ্য।—ইংরেজদের স্বদেশ ও বিদেশ রক্ষার্থ কত সৈন্য আছে।

গুরু।—তোমার বিদিত আছে—আমার বলা পুনরুক্তিমাত্র—যে ইংরেজেরা যেমন বলবান্, সাহসী ও তেজস্বী, তেমনি পরিশ্রমদক্ষ অধ্যবসায় পূর্ণ, বুদ্ধিমান্, কার্য্যনিপুণ ও সংগ্রাম পণ্ডিত। ইহাদের যেরূপ সৈন্য, পৃথিবীতে অতি অল্প জাতির এরূপ সাহসী সৈন্য আছে। ইংলণ্ডের স্বদেশে ও বিদেশে ২ লক্ষ ২০ হাজার স্থলসৈন্য আছে, তাহাদের জন্যে ১১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ডে ৪৪৩ যুদ্ধ জাহাজ আছে, তাহাতে ৪৪ হাজার ৩৮০ জন জলসৈন্য কার্য্য করে, এবং এই সমুদয়ে ৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

বৎস! এই সব দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের কত প্রতাপ ও কত ক্ষমতা তাহা বুঝিয়া রাখ।

শিষ্য।—আমাদের দেশাধিপতিদের দেশে কি রূপে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। আর্য্য! ইহাঁদের শাসন-প্রণালীগত অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, আমি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতেছি। মনের মালিন্য দূর হইতেছে, এবং চিত্তস্থিত কুসংস্কার সমূহ

মার্জিত হইতেছে। আমি এত দিন ইংরেজদিগকে উদ্ধত, চপলমতি, দুরাচার, নৃশংস, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য মনে করিতাম। ইহারা যে এত বুদ্ধি ধরে, ইহা আমি এক বার স্বপ্নেও মনে করি নাই। ভাবিতাম, ইহাদের স্বদেশে সৌরাজ্যের নাম মাত্র নাই। মনে হইত, ইহারা চিরন্তন নীতিমার্গের অনুসরণ করে না। ইহারা যে ভ্রান্তিক্রমেও যুক্তিদেবীর হস্তমোচন করে না, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিতাম না। সত্য বটে, আমি অনেকের নিকটে ইহাঁদের প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলাম। অনেকে বাষ্পপোতে, বাষ্পশকটে ও অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রে ইহাঁদের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় পরিপূর্ণ হইতেন, এবং আদর ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ইহাঁদের গুণানুবাদ করিতেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতাম না। তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভ্রমান্ধ জ্ঞান করিতাম। আমি মনে করিতাম যে, ইংরেজেরা ফরাসী প্রভৃতি সর্ব্বলোকমাননীয় ইয়ুরোপদেশস্থ অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতিদের নিকট হইতে এই সকল

যন্ত্র ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে; এবং এই যন্ত্র সকল আপনাদের বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদিগকে কেবল প্রতারিত করিতেছে। কিন্তু মহাশয়ের প্রসাদে ইহাদের রাজ্যরচনা বীক্ষণ করিয়া আর সে জ্ঞান নাই। এখন মনে হইতেছে ইহাদের সকলি সম্ভব।

উঃ! ইহাঁদের তন্ত্রসংস্থা কি অদ্ভুত। বোধ হয়, বিশ্বরাজ্যের দুর্ব্বোধ নির্ম্মাণকৌশল, এবং সেই অপরিমেয় জ্ঞানরাশি জগদ্বিধাতার সৃষ্টি রচনা নিরীক্ষণ করিয়া ইহাঁরা আপনাদের রাজ্য রচনাতে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বরাজ্যে যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাই; সকল পদার্থেরি স্বাতন্ত্র্য বিহিত হইয়াছে; কেহ কাহারও অধীন নহে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। আপাততঃ বিবেচনা করিলে কেহ কাহারও উপর নির্ভর করিতেছে না বোধ হয় বটে, কিন্তু সকল পদার্থেরি আবার পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ আছে। ইহার মধ্যে একটীকেও স্বস্থান ভ্রষ্ট কর, অমনি বিশ্বসংস্থা বিলোড়িত হইবে

এবং সমুদয় জগতী-পদার্থ বিধ্বংসিত হইবে। ইংরেজদের রাজ্যসংস্থিতিও সেই রূপ। রাজা, প্রকৃতিবর্গ, এবং সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ, ইহাদের কখন পরস্পরের সহিত পরস্পরের সঙ্ঘট্টন হয় না; ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ নহে, অথচ কেমন সুন্দর রূপে একতান হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলবিধান করে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতিদের চক্ষে ধূলিপ্রদান করিয়া আপনাদের মাহাত্ম্য বিস্তার করে। বিশ্বরাজ্যে মানুষ অবধি অতি কীটাণুকীট পর্য্যন্ত কেহই নিরাশ্রয় নহে। সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগৎ-পাতা সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান অনুগ্রহ। ইংরেজ-দের রাজ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাই। আপনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে ঐশ্বর্য্যশালী, মনোহরমূর্ত্তি, পূর্ণযৌবন, এবং দিগ্দিগন্তকীর্ত্তি সম্ভ্রান্তগণেরও যেরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে; জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণকলেবর, জরাগ্রস্ত, গলিতযৌবন, এক জন দরিদ্রেরও সেইরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে। কোন ব্যক্তিই অন্যের অধিকার গ্রহণ করিতে পারে না। এক জন ক্ষুদ্র

প্রাণী, ও এক জন অতুলসম্পত্তিশালী মহামান্য ব্যক্তি, দেশপ্রচলিত বিধি সকলের নিকটে ইহারা দুই জনেই সমান। বাঃ! ইংরেজেরাই যথার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ইহারাই যথার্থ সুখী, ইহারাই সার্থকজন্মা। আর্য্য! আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। মহাশয়ের অনুগ্রহে সমুদয় অন্ধকার দূর হইয়াছে; কেবল মহাশয়ের প্রসাদে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে। আপনার নিকটে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি অতঃপর মহাশয়ের সাহায্য লইয়া ইহাদের শাসন-প্রণালী সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে জানিব, নানা পুস্তক পাঠ করিব, আমাদের দেশের অন্ধতমসাবৃত লোকদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিব, ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিব, এবং ইহাদের কিরূপ সমৃদ্ধি, কি রূপ পরাক্রম কিরূপ সাহস, ও কিরূপ জ্ঞান, তাহা বুঝাইয়া দিব। কিন্তু আর্য্য! আমাদের কথোপকথন এখনি শেষ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। রমণীয় বস্তুকে যত সতৃষ্ণ নয়নে দেখা যায়, তত আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়;

যত দেখা যায় কিছুতেই আর তৃপ্তি হয় না। আহ্লাদবিমোহিত হইয়া আমি যে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিলাম, মহাশয় তাহাতে ক্রোধ করিবেন না। আপনাকে আর আমি অধিক কষ্ট দিব না। আর একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। পার্লেমেণ্টে কিরূপে আইন সমুদয় প্রস্তুত হয়, তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডে সুবিচার দান করা হয়, তাহার কিছুই বলেন নাই। যদি আমার ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া না থাকেন, যদি কষ্ট না হয়, তবে আমার এই কৌতূহলটী শান্তি করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি আপনার কৃত উপকার কোন কালেই বিস্মৃত হইব না। আপনি আমাকে এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন।

গুরু।—বৎস! আমি তোমার বাক্য শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যে ইংরেজদের রাজ্যরচনাগত নৈপুণ্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে। তোমার বালকতাসুলভ হর্ষ দেখিয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। সন্তুষ্ট চিত্তে তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার

উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। সহস্র সহস্র অগাধবুদ্ধি, ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ, পণ্ডিতেরা দুরবগাহ অর্থশাস্ত্রের স্বয়ং অর্থ-সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত, ও অন্যান্য লোকদিগকে তাহার অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত, আপনাদের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। যদি ইংলণ্ড-দেশের শাসন-প্রণালী জানিতে এইরূপ ঔৎসুক্য থাকে, তাহা হইলে আর এক দিন সেই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। এখন কেবল কোন্ কোন্ স্থানে বিচার বিতরণ হয়, এবং সেই সেই স্থান কি কি নামে পরিচিত, এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পার্লেমেণ্ট যাহাকে আইন বলিয়া নিবদ্ধ করিলেন, তাহাই দেশের প্রচলিত আইন। সেই অনুসারে সমুদয় ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়। সেই সমুদয় আইন, দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। দেওয়ানী আইন, এবং ফৌজদারী আইন; দেওয়ানী আইন সকল, স্থাবর অস্থাবরাদি রিক্থ এবং

টাকা কড়ি প্রভৃতির মকদ্দমায় হস্ত ক্ষেপ করে। ফৌজদারী আইন সমূহ, মার পিট প্রভৃতি অপরাধ এবং অন্যান্য উৎকট অপরাধের তত্ত্বাবধারণ করে। দেওয়ানী মকদ্দমায় দুই অথবা বহু সঙ্খ্যক প্রজা, বাদী প্রতিবাদী রূপে বিচারালয় সমূহের বিচারপতিদের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। ফৌজদারী মকদ্দমায় কিন্তু সেরূপ নহে। শেষোক্ত ব্যবহার সকলে সিংহাসনস্থ রাজা এক পক্ষ, এবং অপরাধী ব্যক্তিগণ অন্য পক্ষ। পাছে কোন অন্যায় হয়, এই আশঙ্কায় দেশস্থ রাজাই সেই মকদ্দমা সকলের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজা স্বহস্তে সেই মকদ্দমা সমূহের ভার লন বলিয়া, তুমি ইহা মনে করিয়া রাখিও না, যে রাজা ধর্ম্মাধিকরণে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মকদ্দমা করেন। উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম বিধিবিৎ পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা রাজার হইয়া বিচারপতিদের নিকটে বিচার প্রার্থনা করেন, এবং ঐ মকদ্দমা সংক্রান্ত যে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন।

যে স্থানে পার্লেমেণ্ট-নির্দ্ধারিত আইন অনু-

সারে ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয়, তাহাকেই ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারগৃহ বলে। যাঁহারা সেই সব বিচার করেন, তাঁহাদিগকে বিচারপতি বা প্রাড়্‌বিবাক কহে। দেশস্থ রাজাই এই সকল বিচারালয়ের কর্ত্তা; পার্লেমেণ্ট এই ধর্ম্মাধিকরণ সমুদয়ের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা সমুদায়ের বিচারের নিমিত্ত বিচারগৃহ সকল নির্দ্ধারিত আছে, এবং ঐ সকল বিচারালয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিচারপতি নিযুক্ত আছেন। যত দিন বাঁচিবেন, তত দিন তাঁহারা আপনাদের পাড়্‌বিবাক পদ রাখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি কোন অন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে পার্লেমেণ্টের দুই সমাজ রাজার নিকটে আবেদন করিলে, এবং তাঁহাদের সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে তাঁহারা পদচ্যুত হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদিগকে পদভ্রষ্ট করিতে পারে না।

বৎসরে দুইবার, শরৎকালে এবং বসন্ত কালে, উল্লিখিত বিচারপতিগণ নির্দ্ধারিত বিচারগৃহ

সকল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে সুবিচার বিতরণ করিবার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

দেওয়ানী মকদ্দমা সকলে বাদী ও প্রতিবাদিগণ যদি ইচ্ছা হয় স্বয়ং আসিয়া মকদ্দমার সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন; নতুবা উকীল ও কৌন্সিলি দ্বারা মকদ্দমা ঘটিত যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করেন। কিন্তু উকীল ও কৌন্সিলি দ্বারা সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাই রীতি।

কেবল বিচারপতিরাই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন না। তাঁহাকে কতকগুলি উদাসীন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্য লইতে হয়। তাঁহাদিগকে 'জুরি' বলে।

মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে, বিচারপতিরা যে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাইবার ভার, সরিফ্ বা দণ্ডনায়কের উপর অর্পিত আছে।

দেওয়ানী আইন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলে; এখন ফৌজদারি আইন সম্বন্ধি দুই এক কথা বলিয়া বিরত হইব।

ফৌজদারি আইন সম্বন্ধি কোন বিষয় শুনিবার পূর্ব্বে, ফৌজদারি আইন সকল কিরূপ বিষয়ের ভার গ্রহণ করে, তাহা জানা আবশ্যক। উল্লিখিত আইন সমুদয় অপরাধ সমূহের দণ্ডবিধান করে। কিন্তু অপরাধ কাহাকে বলে, তাহারও তত্ত্বাবধারণ করা উচিত। প্রচলিত আইন সমূহের প্রতিকূলে যে কোন কার্য্য বিহিত হয়, তাহাই "অপরাধ" পদবাচ্য।

অপরাধ সকল অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন সে সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

অপরাধি ব্যক্তির দণ্ডবিধানের নিমিত্ত যাহা কিছু ব্যয়ের আবশ্যক, সে সকল রাজভাণ্ডার হইতে খরচ হয়।

"আমি আইন জানি নাই বলিয়া, এই দোষ করিয়াছি ; এই কর্ম্ম করিলে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করা হইবে, ইহা জানিয়া আমি এ দোষের কর্ম্ম করি নাই" এই বলিয়া বিহিত অপরাধের নিরূপিত দণ্ড হইতে কেহ মুক্তি পায় না। সকলকেই প্রচলিত আইন জানিতেই হইবে ; না জানিয়া দোষ করিলেও সমুচিত দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

কিন্তু সাত বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন শিশু বিধি-বিহিত কোন অপরাধ করিলে তাহার সে অপরাধ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না; এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যদি কোন বালক কোন অপরাধ করে, এবং তাহার তখন পর্য্যন্তও ন্যায় অন্যায়ের বিচারশক্তি জন্মে নাই বলিয়া প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহারও অব্যাজে দণ্ডমুক্তি হইবে। নির্বুদ্ধি, জড়বুদ্ধি, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং পরাধীন, প্রভুকর্ত্তৃক অপরাধ-প্রেরিত ব্যক্তিগণ কোন অপরাধ করিলে, তাহারা আইন অনুসারে দোষী নহে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সুরাপান করিয়া হতজ্ঞান হয়, এবং সেই অবস্থায় কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সঙ্ক্ষেপে যাহা কিছু বলা যায়, তাহা বলিলাম।

বৎস! এই খানেই আজি আমাদের কথোপ-কথন শেষ করা যাউক।

ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী।

দ্বিতীয় ভাগ।

বিধান-সংহিতা।

শিষ্য।—আর্য্য! আপনি বলিয়াছিলেন যে অবকাশ পাইলে ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর অন্তর্ভূত বিধান-সংহিতার সার ভাগ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। ইংলণ্ড দেশে কি কি আইন প্রচলিত, এবং সেই সেই আইনের মর্ম্ম কিরূপ, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে জন্যে মহাশয়ের আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী শুনিবার সময়ে আমি মহাশয়কে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছি। সেই জন্যে আমি আপনকার নিকটে অতিশয় লজ্জিত আছি।

আমারও আর তাদৃশ ঔৎসুক্য নাই। ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীর বিষয় শুনিতে শুনিতে আমি যেরূপ আহ্লাদে বিমোহিত হইয়াছিলাম এখন আর সেরূপ নাই। সেরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সেরূপ আগ্রহ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে আর আমার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি মহাশয়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবধি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলাম। এত দিন আমি বিজ্ঞানশাস্ত্রের শাখা প্রশাখায় সঞ্চরণ করিতে করিতে অপরিমেয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কোন দিন নিশীথসময়ে জগৎ কৌমুদীবিকসিতা হইলে, নভোমণ্ডল নক্ষত্ররাজিবিভূষিত হইলে, জগতীস্থ চেতন পদার্থমাত্রে সুষুপ্ত ও নিঃশব্দ হইলে, এবং বসুন্ধরা এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয় শোভা ধারণ করিলে, আমি একাকী দূরবীক্ষণ হস্তে, কোন উচ্চস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্মণ্ডলী পরিবৃত গগনমণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম; নিশানাথ কিরূপে আপন কক্ষায় মৃদুমন্দ গমনে পরিভ্রমণ করিতে-

ছিলেন, তাহা পরিবীক্ষণ করিয়াছিলাম; জগদী-শ্বরের অপরিমেয় সৃষ্টিকৌশল নিরীক্ষণ করিয়া, যার পর নাই হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এবং ধরাতলস্থ সমুদয় পদার্থকে অসার ভাবিয়া, সেই জগৎ কর্ত্তার গুণগান করিতে করিতে দিব্যসুখে অবগাহন করিয়া ছিলাম। কোন দিন অণুবী-ক্ষণের অদ্ভুত স্বচ্ছ মুকুর মধ্য দিয়া এক বিন্দু জলকণে এক নূতন পৃথিবী আবিষ্কৃত করিয়াছি; সহস্র সহস্র জন্তুগণকে তাহার ভিতরে প্রফুল্ল-মানসে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বিস্ময় পরিপূর্ণ হইয়াছি; এবং কোন দিন বা হরিতশাদ্বলে, প্রস্ফুটিত চম্পক কুসুমে, ও নরদেহস্থ শোণিত-চক্রে চিত্ত সমাধান করিয়া, বিচিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব সমূহের উপলব্ধি করিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-হৃদয়ে ভক্তিরসে কণ্টকিত হইয়াছি। আর্য্য! বলিতে কি, কোন লৌকিক বিষয়ে আমার আর আস্থা নাই। আমি আর অজ্ঞানান্ধ তুচ্ছ বৃত্তিপরবশ লোকদিগের সহিত সহবাস করিব না। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, কোন এক নিভৃত স্থানে এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কেবল জগদী-

শ্বরের আরাধনা করিব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা জনিত সুখ সম্ভোগে কালযাপন করিব, এবং পলিতকেশ পরিণতবুদ্ধি সাধুজন নির্দ্ধারিত তত্ত্ব সমূহের পর্য্যালোচনে দিনযামিনী অতিবাহন করিব। আমি বুঝিতে পারি না, কেন লোকে এরূপ দিব্য সুখে বিমুখ হইয়া অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মসমূহে লিপ্ত থাকে, এবং জলবুদ্বুদ সদৃশ ইহলোকসংক্রান্ত সমৃদ্ধিতে আত্মসমর্পণ করিয়া, অসার সংসারে নিগড়বদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে প্রতারিত করে। সকলে কেন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা না করে। ইহাতে যত সুখ, বোধ হয় আর কিছুতেই সেরূপ নাই। মহাশয়! এরূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আমি আত্মাকে আর প্রবঞ্চিত করিব না।

নিরর্থক ব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনায় ফলই বা কি? ইহাতে পরমার্থ বৃদ্ধি হইবে না। ইহার চর্চ্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হইবে না; এবং সমুদয় বিধান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেও দেশের বিন্দুমাত্র উপকারও সমাহিত হইবে না।

মানুষিক বিধিসমূহের সহিত নৈসর্গিক বিধি সমুদয়ের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ঐহিক এবং পারত্রিক কার্য্য সমুদয় যেরূপ পরস্পর ভিন্ন; ঐশিক নৈসর্গিক বিধি এবং মানুষিক কৃত্রিম বিধি সমুদয় সেইরূপ দুই বিভিন্ন পদার্থ। তবে, যে ব্যক্তি ঐহিক বিষয়ে লিপ্ত হইতে চাহে না, যাহার কেবল পরমার্থ চিন্তায় কালহরণ করিবার ইচ্ছা, তাহার, মানুষ কপোলকল্পিত নীরস নিয়মাবলিতে মন অর্পণ করিবার আবশ্যকতা কি? মকদ্দমা মামলা যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নয়, তাহাদের ওসব বিষয় জানিবার প্রয়োজন কি? ব্যবহারাজীব ব্যক্তিগণ ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করুক, যে তাহাদের উপকার হইবে। আমরা কেন এরূপ তুচ্ছ কাজে সময়ক্ষেপ করিব। ততক্ষণ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের দুই চারিটা কথার আন্দোলন করিলে, অনেক উপকারে আসিবে। আর যদিও স্বদেশের আইন সকলের স্থূলার্থ অবগত থাকিলে কথঞ্চিৎ উপকার হয়, ইংলণ্ডের বিধি সমূহের মর্ম্মগ্রহ করিলে লাভ কি, বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ ইংরেজদের

বিধিবূ্যহের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ইহা স্বীকার করিতেছি, যে মহাশয় সে দিন যে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে। তাহাতে আমার অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে, অনেক জ্ঞানশিক্ষা পাইয়াছি। আমি যতবার ইংরেজ মহাপুরুষদের রাজ্যরচনা বিষয়ে চিন্তা করি, ততবারই তাঁহাদের গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি মহাশয়ের মুখ হইতে উহাদের শাসন-প্রণালীর বিষয় শুনিয়া অবধি কত লোকের মূর্খতানিবন্ধন কুসংস্কার সকলের উচ্ছেদ করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে,ওসব বিষয় সকলেরই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে জানা উচিত। আমি কোন কালেই ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় হতাদর হইব না। কিন্তু ব্যবহার শাস্ত্রের গূঢ় কথা সকল শুনিতে আমার ইচ্ছা নাই।

গুরু।—বৎস! তোমার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কে তোমার মনে এরূপ কুসংস্কার সমূহ নিবিষ্ট করিয়া দিল? তোমার

সেরূপ আগ্রহ কোথায় গেল? তুমি সকল জা-নিয়া শুনিয়াও অবোধের মত কথা বলিলে কেন? কে তোমাকে বলিল, মানুষ বিধি সমূহ জানিলে কিছুমাত্র ফল নাই? তুমি কাহার নিকট শুনিলে যে নৈসর্গিক বিধি সমুদয় এবং মানুষিক বিধি পরস্পরা দুই বিভিন্ন পদার্থ? কে তোমাকে শিখাইয়া দিল, যে মানুষবিধান সমুদয়, নীরস এবং নিরর্থক? তুমি কিরূপে জানিলে যে ইংলণ্ডের আইন সকলের সহিত ভারতবর্ষের বিধিব্যূহের কোন সম্পর্ক নাই? তুমি কেন এরূপ অপ্রামাণিক কথা সকলকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ? যত শীঘ্র পার তাহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত কর।

আমি অবশ্যই স্বীকার করি, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভূত হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে তুমি অনন্যব্যাসক্ত হইয়া ওরূপ মনোভিনিবেশ করিয়াছ, তাহাতে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নাই। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথ্বীকর্ত্তার স্বরচিত পদার্থ সকলের পর্য্যবেক্ষণ করা, জীবনের এক

সার কর্ম্ম, তাহার আর কোন সংশয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতিসাধন হইয়াছে, তাহা না হইলে কোনরূপে পৃথিবীর এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইত না; সকল লোক অন্ধতমসাবৃত থাকিত, এবং তাহা হইলে সমৃদ্ধ নগর এবং প্রেতনিবাস শ্মশান ভূমি এ সকল বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বিধানশাস্ত্রও বিজ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রধান শাখা। বিধানশাস্ত্রের তত্ত্ব সমুদয় সমুচিত আন্দোলিত না হইলেও, ঐরূপ অনর্থের আশঙ্কা ছিল। বৎস! ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, বিধানসংহিতা না থাকিলে ভূতধাত্রীর কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি হইত না। বর্ব্বর জাতি এবং সভ্য জাতি এ দুয়ের কিছুমাত্র ভেদ হইত না। মানুষ-বিধিব্যূহ না থাকিলে সমাজবন্ধন হইত না। সমাজবন্ধন না হইলে পরস্পরসাপেক্ষ প্রতিক্ষণ প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রীরও অসদ্ভাব হইত। সকলকেই আপন আপন উদর পূরণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত; কাহারও অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় থাকিত না। কোথায় বা পদার্থবিদ্যা থাকিত, এবং

কোথায় বা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র থাকিত। ইহার ফলে, বিধানশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই এরূপ উচ্চপদবীতে আরূঢ় হইয়াছে * বিধান-শাস্ত্র কি ? তাহা অবগত না থাকাতেই তোমার ঐ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। বিধানশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহ করিলে তুমি ঐ সকল কথা কখন মুখে আনিতে না, এবং ব্যবহার-সংহিতা নিরর্থক বলিয়া তোমার যে প্রতীতি হইয়াছে, তাহা এক ক্ষণের নিমিত্ত তোমার মনে আবির্ভূত হইত না।

নৈসর্গিক স্বত্বরক্ষা করাই বিধান সমুহের উদ্দেশ্য।

জগদীশ্বর যেমনি মানুষের সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিরঙ্কুশ-ইচ্ছা এবং তত্ত্বনির্ণয়শক্তি প্রদান করিলেন; এবং পৃথিবীতে আসিয়া তাহারা যাহাতে আপনাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে, এরূপ কতকগুলি নিয়মও নিরূপিত করিয়া দিলেন। যথা—সকলে সৎপথে চলিবে; কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবে না; এবং যাহার যে কর্ত্তব্য, সে তাহা প্রতিপালন করিবে। এই তিনটী সনাতন ঐশিক নিয়মই মানুষ-

বিধান সকলের অধিষ্ঠান ভূত। কিন্তু এই সকল নিয়ম উদ্ভাবিত করা কিছু সহজ কথা নয়। মনোবৃত্তি সকল সম্মার্জ্জিত না হইলে তাহাদের উদ্ভাবনের আর অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু মানুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াই কিছু মনোবৃত্তি সকলের সম্মার্জ্জন করিতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীর প্রথমে মানুষেরা ঐ চিরন্তন নিয়ম সকলের উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, এবং তন্নিবন্ধন নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের রক্ষা সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। সকলেই নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিধেয় হইয়া কার্য্য করিত। ইচ্ছা হইলেই অন্যের প্রাণসংহার করিত; ইচ্ছা হইলেই অন্যাহৃত ভক্ষ্য দ্রব্যের অপহরণ করিত, এবং ইচ্ছা হইলেই অন্যের বাসস্থান ভূমিখণ্ড অধিকৃত করিয়া লইত। এইরূপে কোন ব্যক্তিই নিরুপদ্রবে নৈসর্গিক স্বত্ব সকলের সম্ভোগ করিতে পারিত না। কালসহকারে মানুষগণ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং স্ব স্ব স্বত্ব রক্ষা করিবার মানসে আপনাদের মধ্য হইতেই এক কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিল; এবং তাঁহার সহিত এই নিয়ম সংস্থাপিত

করিল, যে তিনি তাহাদের মঙ্গলের উদ্দেশে বিধান প্রস্তুত করিবেন, এবং তাহারা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিবে। বৎস! এই সমাজবন্ধনের মূল।

কর্তৃপক্ষেরা এইরূপ ভার পাইয়া ক্রমে ক্রমে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নিয়মসমূহ উদ্ভাবিত করিয়া, সেই অনুসারে বিধান সমূহ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, নৈসর্গিক স্বত্ব-রক্ষা করাই বিধান সমূহের উদ্দেশ্য কি না, এবং বিধান সকল নিরর্থক কি না, এবং নৈসর্গিক বিধানই তাহার মূলীভূত কি না?

বৎস! পাপমতি দুরাচার মানুষবর্গের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া এক বিজন স্থানে বাস করিবে এরূপ কথা বলিলে কেন? তুমি কি জান না, যে মানুষ স্বভাবতঃ অতিশয় সমাজপ্রিয়? তুমি কি জান না, যে সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন করা, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম? তুমি কি জান না যে পরিবারের মঙ্গলসাধন, সমাজোন্নতি ও দেশোন্নতিই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য? তুমি কি বুঝিতে পারি-

তেছ না, যে নির্জ্জনে থাকিয়া কোন রূপে সে সকল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই? ইহাও বোধ হয় তোমার উপলব্ধি হইয়াছে, যে বিধান সমূহই মনুষ্যসমাজকে নিয়মবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বিধান সমূহই মনুষ্য সমাজের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং বিধানসমূহ সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে কোন মতে উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই। এই কথা-গুলি বুঝিয়া দেখ, তাহা হইলেই বিধিশাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হয় না এই যে তোমার কুসংস্কার আছে, তাহা একবারে অন্তর্হিত হইবে।

এ কথা সত্য বটে, যে বিধিশাস্ত্র প্রথমে বড় নীরস। কোন্ শাস্ত্র প্রথমে নীরস নয়? সকল শাস্ত্রেরই প্রবেশদ্বার দুর্গম এবং বিঘ্ন-পূর্ণ। একবার দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে পারি-লেই ভিতরে প্রশস্ত অট্টালিকা লক্ষিত হইবে। তখন দেখিতে পাইবে, যে সেই অভ্রংলিহ প্রাসাদটী মনোহর উদ্যানসুশোভিত; সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহবীজিত; সুস্নিগ্ধ রমণীয় প্রস্রবণ-

ভূষিত, এবং হৃদয়গ্রাহী অন্যান্য পদার্থ সমূহে অলংকৃত। সকল শাস্ত্রেরই বর্ণমালা শিখিতে কষ্ট হয়। এক বার তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে সকল কষ্ট অন্তর্হিত হইবে, এবং হৃদয় অমৃতহ্রদে অবগাহন করিবে। বোধ হয় আমি যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাতেই তোমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, কি ধনবান্ কি দরিদ্র কি মধ্যাবস্থ কি ব্যবসায়ী লোক সকলেরই বিধিশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করা উচিত। বৎস্য! ইহাও তোমার জানা আবশ্যক যে, এখন ইংলণ্ডস্থ অনেক আইন, ভারতবর্ষস্থ আইন সকলের অধিষ্ঠানভূত। কেবল দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে এই মাত্র।

শিষ্য।—আর্য্য! বিধানসমূহের আপনি যে রূপ প্রশংসা করিলেন, তাহাতে আমি সংশয় করি না, ইহা এক অদ্ভুত পদার্থ। মহাশয়ের কথানুসারে আমি দিনকত পদার্থবিদ্যার আলোচনায় বিরত হইব। অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিধিশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর হইব। ইহাতেও যদি আমার ব্যবহার শাস্ত্রের উপযোগিতা স্পষ্ট প্রতীত না

হয়, তাহা হইলে আর কোন কালেও তাহার নাম করিব না। বিধানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা শুনিয়াছি। এখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া সেই উদ্দেশ্যের সাধন হয়, এবং 'বিধান কাহাকে বলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু।—কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি-দিগকে যে আদেশ করেন, তাহার নামই বিধি। বিধি দুই প্রকার। ঐশিক বিধি, এবং মানুষিক বিধি। ঐশিক বিধিসমূহ, ঈশ্বরের উদ্দেশে, আত্মরক্ষার নিমিত্তে, এবং প্রতিবেশিগণের সহিত, কিরূপে ব্যবহার করা উচিত, তাহারই অবধারণ করিয়া দেয়। মানুষিক বিধিজাত, আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ আচরণ করা আবশ্যক তাহারই নির্দ্দেশ করে। সুতরাং মানুষিক বিধান সমুদায়, ঐশিক বিধি সকলের কেবল এক অংশের উপর নির্ভর করে। আমরা পরের অনিষ্ট না করিয়া, যে কোন পাপকর্ম্ম করি না, মানুষিক বিধান সকল, তাহাতে কোন কথাই বলিবে না। কিন্তু যাহাতে পরের অপকার হয়,

এরূপ কোন কার্য্য করিবামাত্র মানুষবিধানপরম্পরা অমনি হস্তক্ষেপ করিবে, যাহাতে তাহার প্রতীকার হয়, এবং পুনর্ব্বার সেই কর্ম্ম যাহাতে বিহিত না হয়, এরূপ চেষ্টা করিবে।

মানুষবিধিপরম্পরা আবার দুই প্রধানভাগে বিভক্ত। জাতিব্যূহবিধান, এবং দেশবিধান। মানুষসকল সমাজস্থ হইয়া বাস করে, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বটে। কিন্তু সকল মানুষই কিছু এক গ্রামে, এক নগরে, বা এক দেশে বাস করিতে পারে না। সুতরাং মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের সহিত পরস্পরের সৌহার্দ্দ রাখা আবশ্যক; অথবা পরস্পরের মধ্যে কোন এক নিয়ম সংস্থাপিত করা আবশ্যক; তাহা না করিলে, কোন মতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি চলে না। এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ লোকেরা আপনাদের মধ্যে যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছে, তাহারই নাম জাতিব্যূহবিধান।

ঐশিক বিধি সমূহ এবং জাতিব্যূহবিধি সমুদয়,

আমাদের বিবেচ্য বিষয় নহে। আইস আমরা দেশবিধি সকলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই।

কর্ত্তৃপক্ষেরা দেশবাসীদিগের লৌকিক আচরণ বিষয়ে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার নামই দেশ বিধি।

বৎস! দেশ বিধির পরিভাষা করিবার সময়ে, যতগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, তাহার সকল গুলিই সার্থক, একটীও নিরর্থক নয়। কিন্তু সকল শব্দ গুলির উপযোগিতা প্রদর্শন করিবার আমার সময় নাই। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সেই সকলের সার্থকতা বুঝিতে পারিবে।

ইংলণ্ডের বিধি সকল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। পরম্পরবিধি এবং আদিষ্টবিধি। পরম্পরবিধিকে ইংরাজীতে "কমন্ ল" বলে; এবং আদিষ্টবিধিকে "ষ্ট্যাটিয়ুট্ ল" কহে। এখন এই দুয়ের ভেদ কি তাহা বুঝা আবশ্যক।

তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ১০৬৬ খ্রী অব্দে নরমানেরা ইংলণ্ড অধিকার করে। নরমান বংশ

সম্প্রযুক্ত যশোধন প্রথম রিচার্ড নরপতি যে সময়ে সিংহাসনাধিরোহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে স্যাক্সন্ দিনামার প্রভৃতি পূর্ব্বতন ইংলণ্ডবাসী-দের মধ্যে কতকগুলি আইন প্রচলিত ছিল। কিন্তু কিরূপে সে আইন সকল প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এই নিমিত্ত তাহা-দিগকে অলিখিত বিধি কহে। পূর্ব্বতন নিবাসী-দিগের মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সেই সকলই বিধিরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল যুক্তিসিদ্ধ স্মরণাতীত প্রাচীন আচা-রের নামই পরম্পরবিধি। পরম্পরবিধি সকল কি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারপতিদের মকদ্দমার রিপোর্টে অর্থাৎ ব্যবহার বিজ্ঞাপনীতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। ইংরেজেরা পরম্পর বিধির বড় মাননা করে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, এবং দণ্ডসংহিতা বিষয়ক অনেক মকদ্দমার নিষ্পত্তি পরম্পরবিধি অনুসারে হয়।

তোমার মনে ইহা অঙ্কিত রাখা অতি আবশ্যক, যে পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধি সকলকে কখন পর-ম্পরবিধি বলে না। পার্লেমেণ্টের অবধারিত

বিধি সমূহ আর পরম্পরবিধি দুই স্বতন্ত্র সামগ্রী। পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধানসমূহ অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।

পার্লেমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিধি সকলকে আদিষ্ট-বিধি বা লিখিত বিধি বলে।

বৎস! তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রজাবর্গের স্বত্ব সকলের রক্ষা করাই, আইন সকলের উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল স্বত্বেরই আবার বিনাশ সম্ভাবনা। তোমার যে সকল স্বত্ব আছে, অন্য লোকে অনায়াসে তাহা বিনাশ করিতে পারে। তুমি যদি কাহাকেও কোন দ্রব্য বিক্রয় কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিল, তাহার নিকট হইতে, সেই দ্রব্যের উচিত মূল্য পাইবার, তোমার স্বত্ব আছে। কিন্তু ক্রেতা যদি তোমাকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য না দেয়, তাহা হইলে, সে তোমার স্বত্বের বিনাশ করিল। তোমার নিরুপদ্রবে গৃহে বাস করিবার স্বত্ব আছে; যে ব্যক্তি নিরুপদ্রবে তোমাকে বাস করিতে দিবে না, সে তোমার স্বত্বের সংহার করিল। অতএব বিবেচনা

করিয়া দেখিলে, স্বত্বরক্ষা করা যেমন বিধিসমূহের উদ্দেশ্য, তেমনি স্বত্বঘাত হইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা, তাহাদের তেমনি উদ্দেশ্য।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইংলণ্ডের আইন সমুদয় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ দেশস্থ লোকদিগের কি কি স্বত্ব, তাহা বলিয়া দেয়; এবং অপর ভাগ, স্বত্বঘাত কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট করে। কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশবাসীদিগের স্বত্ব সকল রক্ষিত হইবে; দুষ্ট লোকে অন্যের যথার্থ স্বত্ব অপহরণ করিলে কি রূপে সেই নষ্ট স্বত্বের উদ্ধার হইবে, এবং কি প্রকারেই বা মন্দ লোকে অন্যের স্বত্বঘাত করিতে না পারে; ইংলণ্ডের বিধিসমূহের দ্বিতীয় ভাগ, ইহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, স্বত্ব নানা প্রকার।

সকল মানুষেরই আত্মরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি স্বত্ব আছে। আপনার শরীর রক্ষা করা, এবং আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতিপালন করা সকল লোকেরই অধিকার। আপন আপন পরি-

বার এবং পরিজনের উপরে সকল লোকের কিছু কিছু স্বত্ব আছে। মানুষগণ যে সকল পদার্থে বেষ্টিত, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর পদার্থেও তাহাদের কতক গুলি স্বত্ব আছে। এবং সমাজস্থ বলিয়া অপরবিধ কোন কোন স্বত্ব আছে। যথাক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব সকলের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। আত্মস্বত্ব, গৃহপতিস্বত্ব, রিক্থস্বত্ব* এবং সমাজস্বত্ব।

স্বত্বঘাত সকলেরও সেইরূপ বিভাগ করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের বিধিসমূহে স্বত্বঘাত দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি কাহারও নিকটে তোমার টাকা পাওনা থাকে, এবং সে যদি তোমার পাওনা টাকা না দেয়, তাহা হইলে সে তোমার স্বত্বঘাত করিল। কিন্তু এরূপ স্বত্বঘাত কেবল তোমাকেই স্পর্শে; তোমারই কেবল তাহাতে মন্দ হইল; অন্য কাহারও তাহাতে কোন হানি হইল না। এরূপ স্বত্বঘাতকে অপকার বলে। কিন্তু যদি

* সংস্কৃতে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিকে রিক্থ বলে।

কেহ তোমার টাকা বা অন্য কোন দ্রব্য অপহরণ করে; তাহা হইলে কেবল তোমারই অপকার হইল তাহা নয়; সেরূপ করিলে দেশশুদ্ধ লোকের মন্দ করা হইল; কারণ এরূপ আচরণে সমাজস্থিতি একবারে উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্বত্বঘাতকে অপরাধ বলে।

যে সকল স্বত্বঘাত কেবল এক জনকে স্পর্শে; যে সকল স্বত্বঘাত করিলে এক জন ব্যতীত আর কাহারও ক্ষতি হইবে না; সেই সকল স্বত্বঘাতের নামই 'অপকার'। কিন্তু যে সকল স্বত্বঘাত করিলে কেবল এক জনের নয়, সকল লোকেরই মন্দ হইতে পারে, তাহাই অপরাধপদবাচ্য। তুমি যদি কাহারও প্রাণ সংহার কর, তাহা হইলে কেবল সংহৃত ব্যক্তিরই স্বত্ব নষ্ট করিলে, তাহা নয়; তুমি দেশস্থ সমস্ত লোকের স্বত্ব নষ্ট করিলে। অতএব এরূপ স্বত্বঘাতকে অপকার বলে না; ইহাকে অপরাধ বলে।

অপকার বিষয়ে এবং অপরাধ বিষয়ে আইন একরূপ নহে। দুয়ের ভিন্ন ভিন্ন আইন। অপকারের প্রতীকার হয়; এবং অপরাধের দণ্ড হয়।

এখন পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইংলণ্ডের বিধানসমুদয়, এইরূপে বিভক্ত হইতে পারে।

১। আত্মস্বত্ব।
২। গৃহপতিস্বত্ব।
৩। রিক্থস্বত্ব।
৪। সমাজস্বত্ব।
৫। অপকার।
৬। অপরাধ।

এই সকলের মধ্যে, ইংলণ্ডবাসীরা সমাজস্থ বলিয়া কি কি স্বত্ব ভোগ করে, তাহা বলিয়াছি। পার্লেমেণ্ট প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতেই সমাজস্বত্ব বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে।

এখন ক্রমে ক্রমে অন্য অন্য বিষয়ের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

১। আত্মস্বত্ব।

ইংলণ্ডের বিধানসমুদয়কে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়াছি। এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

সর্ব্বপ্রথমে, আমাদের আত্মস্বত্ব কি কি,তাহারই নির্দ্দেশ করিব।

আত্মস্বত্ব দুই প্রকার। 'আত্মরক্ষা স্বত্ব' এবং 'আত্মস্বাতন্ত্র্য স্বত্ব'।

সকল মানুষেরই নিজস্ব ভোগ করিবার অধিকার আছে। জীবন; শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; স্বাস্থ্য; এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি; এ সকল আমাদের নিজস্ব। আমরা নিরুপদ্রবে এ সকলের উপভোগ করিব; কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। সুখ স্বচ্ছন্দে এই সকল নিজস্বের উপভোগ করিবার অধিকারের নামই আত্মরক্ষা স্বত্ব।

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, গর্ভস্থ শিশু যে দিন মাতৃগর্ভে অঙ্গসঞ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, সেই অবধি সে নিরুপদ্রবে আপনার জীবন ভোগ

করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ গর্ভস্থ শিশুর বধ করিবার আশয়ে, কোন অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করে, অথবা গর্ভিণীকে কোন ঔষধ সেবন করায়; এবং গর্ভিণী জীবিত শিশু প্রসব করিলে পর, সেই শিশু সেইরূপ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধ সেবন করাইয়াছিল বলিয়াই, প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ঐরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছিল, সে আততায়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, এবং অন্যের প্রাণসংহার করিলে যেরূপ দণ্ড হয়, তাহারও সেইরূপ দণ্ড হইবে।

ইংলণ্ডের বিধানসমূহ, আমাদের জীবন, এবং শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এ সকলের বড় গৌরব করে। বহুযত্নে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ সকলে তোমার যে স্বত্ব আছে, কোন মতে অন্য ব্যক্তিকে তাহার বিনাশ করিতে দিবে না। এমন কি, যদি কেহ তোমার প্রাণসংহার করিতে, অথবা তোমার শরীরস্থ কোন অবয়বের বিনাশ করিতে, উদ্যত হয়; এবং তুমি সেই দুষ্ট ব্যক্তির সংহার না করিলে কোন মতে আপনার

জীবনরক্ষা, বা অবয়বরক্ষা করিতে না পারে; তাহা হইলে আত্মরক্ষামানসে সে দুষ্টাভিসন্ধির বধ করিলে তুমি আততায়ী বলিয়া পরিগণিত হইবে না; এবং তোমার দণ্ডও হইবে না। বিধান সমূহ তোমার ক্ষমা করিবে।

যত দিন না মৃত্যু হইবে, তত দিন ইংলণ্ড-বাসীরা নিরুপদ্রবে, জীবন প্রভৃতি নিজস্বের উপভোগ করিতে পারে। ইংলণ্ডের বিধান অনুসারে, মৃত্যু দুই প্রকার। স্বাভাবিক মৃত্যু, এবং সামাজিক মৃত্যু। রাজদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধ করিলে, এবং আততায়ী হইলে, অর্থাৎ বিদ্বেষবধ প্রভৃতি কোন উৎকট অপরাধে অপরাধী হইলে, তাহার সামাজিক মৃত্যু হইল। সে ব্যক্তি সমাজে অকর্ম্মণ্য হইল। তাহার মরিয়া যাওয়া, এবং বাঁচিয়া থাকা, দুই সমান। ইংলণ্ডের বিধানসমূহ, সে ব্যক্তির মরণ হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিবে।

জগদীশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে, জীবনদান করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই সেই

জীবনের বিনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু কখন কখন প্রাণদণ্ড, বিধান অনুসারে আবশ্যক হইয়া উঠে। কোন ব্যক্তি যদি বিদ্বেষবধ প্রভৃতি কোন উৎকট অপরাধ করে, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড অতিশয় আবশ্যক। তাহার প্রাণদণ্ড না করিলে লোকস্থিতি একেবারে উন্মূলিত হয়; অতএব এরূপ স্থলে, আততায়ী ব্যক্তির প্রাণবধ বিধি-সম্মত। কিন্তু যদি আততায়ীর প্রাণবধ না করিয়া অন্য কোন প্রকারে কোন উৎকট অপরাধ নিরাকৃত হইতে পারে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিধিসমূহ ক্ষমাপক্ষ আশ্রয় করিবে।

কোন অপকর্ম্ম নিরাকরণের নিমিত্ত, ইংলণ্ডের বিধান সকল কর্ণচ্ছেদন নাসিকাচ্ছেদন প্রভৃতি, কখন কোন অবয়বের বিনাশ করে না। দুরাত্মা দুরাচার নরপতিরাই, এরূপ পাপাচরণ করিয়া অপরাধ নিবারণ করিবার প্রয়াস করে।

কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রহার করিতে পারিবে না; অস্ত্রাঘাত বা শস্ত্রাঘাত করিতে পারিবে না;

এবং অন্য কোন প্রকারেও তাহার অপমান করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে কোন প্রকারে আহত করে, বা কোন রূপে অ-ন্যের অবমাননা করে, তাহা হইলে দুষ্ট ব্যক্তির, আইন অনুসারে দণ্ড হইবে।

কোন ব্যক্তি যাহাতে অন্যের স্বাস্থ্যহানি হয়, এরূপ কার্য্য করিতে পারিবে না।

যাহাতে অন্যের খ্যাতি প্রতিপত্তির বিনাশ হইতে পারে, কোন ব্যক্তিই এরূপ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না।

যখন অপকার ও অপরাধের পর্য্যালোচন করিব, সে সময়ে শেষোক্ত তিনটী বিষয় বিশেষ করিয়া বলিব।

ইংলণ্ডের বিধান সমুদয় 'আত্মরক্ষা-স্বত্ব' সমূহের যেরূপ গৌরব করে, আত্মস্বাতন্ত্র্যেরও সেইরূপ আদর করে।